CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-198 ■ 19 April, 2026 ■ আগরতলা ১৯ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ৫ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

রাজ্যজুড়ে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস

বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, হামলা, বহু বিজেপিকর্মী সমর্থকের আশ্রয় ভগৎ সিং-এ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, হামলা ও ভাঙচুরের একাধিক অভিযোগ সামনে আসছে। বিশেষ করে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়ি ও দলীয় কার্যালয়কে লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এদিকে, আতঙ্কে বিভিন্ন জায়গায় থেকে বাড়িঘর ছেড়ে প্রায় ৩০০ বিজেপি কর্মীরা আশ্রয় নিয়েছে ভগৎ সিং যুব আবাসে।

গতকাল রাতে পশ্চিম ত্রিপুরার বিশ্রামগঞ্জের পুষ্করবাড়ি এলাকায় বিজেপি কর্মী সুরেশ দেববর্মা-র বাড়িতে গভীর রাতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। তাঁর দাবি, একদল দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে ৬-৭টি পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে এবং গুলতি দিয়ে আক্রমণ চালায়। ঘটনায় বাড়ির গেট, টিনের বেড়া ও ভেতরের দোকানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে অপর পক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

তেমনি, খোয়াই জেলায় রামচন্দ্রঘাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডেভিড দেববর্মা-র রতনপুরের বাড়ি এবং আমপুরা এলাকায় বুথ সভাপতি দ্বীপায়ন দেববর্মা-র বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, এই হামলায় তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মাকেও মারধর করা হয়েছে। ওই ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক পিণাকী দাস চৌধুরী এবং অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। পরে জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই তাঁর এই সফর। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই বছরের শিশুকে গলাটিপে হত্যা, গ্রেপ্তার পাষন্ড পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৮ এপ্রিল ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার রতনমণি এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, নিজের দুই বছরের শিশুপুত্রকে গলাটিপে হত্যা করেছে পাষণ্ড পিতা।

ঘটনাটি ঘটেছে মনুঘাট এলাকার মতু মগ পাড়ায়। মৃত শিশুর নাম ইশান ত্রিপুরা (২)। অভিযুক্ত পিতা কেতু ত্রিপুরা। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কোনও অজ্ঞাত কারণে শিশুটিকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুমূর্ষ রোগীকে নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে হামলা দুষ্কৃতিদের, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ।। মুমূর্ষ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেও নিরাপত্তাহীনতা! খোয়াই থেকে আগরতলার জিবি হাসপাতাল-এ রেফার করা এক রোগীকে নিয়ে আসার সময় অ্যাম্বুলেন্সের উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনাটি শুক্রবার গভীর রাতে খোয়াই-আগরতলা জাতীয় সড়কের সুবল সিং এলাকায়। জানা গেছে, খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে এক গুরুতর অসুস্থ রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হচ্ছিল। সেই সময় রোগী বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সটি সুবল সিং এলাকায় পৌঁছতেই একদল দুষ্কৃতী আচমকা হামলা চালায়।

অ্যাম্বুলেন্স চালক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোনওক্রমে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে রোগীসহ এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তবে হামলায় অ্যাম্বুলেন্সটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এই ঘটনার পর থেকে রাতের বেলায় রেফার করা রোগীদের অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা নিয়ে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে।

এ বিষয়ে খোয়াই জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুরো ঘটনায় খোয়াই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি রাতের সময় রোগী পরিবহনে নিরাপত্তা জোরদারের জন্য আরক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে ধাক্কা সত্ত্বেও নারীদের সংরক্ষণ কার্যকর হবেই ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার বলেছেন, সংসদে সাময়িক ধাক্কা লাগলেও নারীদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার পথে বাধা দূর হওয়া এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। তিনি জোর দিয়ে জানান, নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের অঙ্গীকার অটুট থাকবে।

দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারীদের জন্য সংরক্ষণের লড়াই লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত চলবে। তিনি এই প্রসঙ্গে দৃঢ়তা ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কংগ্রেস ও তার মিত্রদের তীব্র আক্রমণ করে মোদী অভিযোগ করেন, ঐতিহাসিকভাবে তারা নারী সংরক্ষণের বিরোধিতা করে এসেছে। তাঁর দাবি, বিরোধীরা ভ্রান্ত তথ্য ও বিভ্রান্তিমূলক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে, যা দেশের নারীদের সামনে তাদের ''আসল চেহারা'' উন্মোচিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বিল কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য ছিল না। আমি সংসদেই বলেছি, প্রয়োজনে কৃতিত্ব বিরোধীদেরও দেব। তিনি আরও যোগ করেন, আমরা হয়তো ৬৬ শতাংশ ভোট পাইনি, কিন্তু ১০০ শতাংশ নারীর আশীর্বাদ পেয়েছি। গতকাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও আমাদের লড়াই চলবে।

নারী সংরক্ষণ বিলের ফলাফলকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, অতীতে আধার, জিএসটি, ডিজিটাল পেমেন্ট, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির সংরক্ষণ এবং ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মতো পদক্ষেপগুলিরও বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস।

কংগ্রেসকে ''সংস্কারবিরোধী'' দল হিসেবে অভিহিত করে মোদী বলেন, ২১ শতকের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুরই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাহাড়ে ভোটের হার বাড়াতে পারেনি স্বীকার বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনে প্রত্যাশিত ফল করতে না পারায় আত্মসমীক্ষার পথে হাঁটার কথা জানাল বামফ্রন্ট। দলীয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভোটের হার বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে তারা এবং সেই কারণেই দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের ফলাফলকে ঘিরে শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে দাবি করল বামফ্রন্ট। দলীয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উপজাতি এলাকার বৃহত্তম অংশের ভোটাররা বিজেপি সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বামফ্রন্টের মতে, দুর্নীতি, উন্নয়নে অনাগ্রহ এবং জনবিরোধী নীতির কারণেই এই ফলাফল হয়েছে। পাশাপাশি তারা অভিযোগ করেছে, গত পাঁচ বছরে উপজাতি এলাকায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভাঙন, অর্থনৈতিক অনিয়ম, কাজের অভাব, বেহাল রাস্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতিএসব সমস্যা মানুষের মধ্যে গভীর ক্ষোভ তৈরি করেছে।

তবে একই সঙ্গে বামফ্রন্টের বক্তব্য, এই সমস্ত বাস্তব সমস্যার পূর্ণ প্রতিফলন নির্বাচনী ফলাফলে দেখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খারাপ ফল

আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদকের পদ ছাড়লেন স্বপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনে ভরাডুবির পর বড়সড় ধাক্কা খেল আইপিএফটি। দলের খারাপ ফলাফলের দায় স্বীকার করে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন স্বপন দেববর্মা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটি একটি আসনও দখল করতে পারেনি। এই পরাজয়ের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে স্বপন দেববর্মা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজের সাংগঠনিক দুর্বলতার কথাও স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে।

স্বপন দেববর্মার পদত্যাগের পর দলের ভিতরে নতুন সাধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নই হোক রাজনীতির মূল বার্তা, বঙ্গে মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ।। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো বিধানসভায় আজ এক নির্বাচনী জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন ত্রিপুরার বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

সেখানে তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়, খাদ্যাভ্যাস ও নির্বাচনী বার্তা নিয়ে মত প্রকাশ করেন।

উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের ২ নম্বর মণ্ডলে আয়োজিত ওই সভায় মন্ত্রী বলেন, মাছ-মাংস খাওয়ার মতো খাদ্যাভ্যাসকে কখনোই রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দেখা উচিত নয়।

তিনি বলেন ভারতীয় জনতা পার্টি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে মানুষের খাদ্য নির্বাচন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বজায় আছে এবং ত্রিপুরাতেও একই ধরনের স্বাধীনতা বিদ্যমান।

তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ভয় ও প্রচারের রাজনীতি করছে। তবে তাঁর মতে, এখন ভোটাররা অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং এ ধরনের প্রচারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 19-04-2026, 01:18

জাগরণ আগরতলা, ১৯ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
৫ বৈশাখ, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

নারীর অধিকার কাড়িয়া নিয়া উল্লাস

লোকসভায় পাশ করানো যায়নি মহিলা সংরক্ষণ বিল। এবার তাহা নিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণে দেশের মা-বোনেদের কাছে ক্ষমা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়ার জন্য সরাসরি বিরোধী দলগুলির সংকীর্ণ রাজনীতি'কে দায়ী করিয়াছেন তিনি।পূর্বঘোষণা অনুযায়ী শনিবার সাড়ে ৮টা নাগাদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়া শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমেই তিনি বলেন, 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাশ হইল না। তাহার জন্য আমি মা-বোনেদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।' এরপরই এই বিল পাশ না হওয়ায় কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূলের মতো বিরোধী দলগুলিকে তোপ দাগেন মোদি। তিনি বলেন, 'বিল পাশ না হওয়ার পর কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূল এবং সমাজবাদী পার্টির নেতারা মহিলাদের অধিকার কাড়িয়া নিয়যয়া হাততালি দিয়াছেন। এই বিল ছিল নারীর আত্মসম্মানের প্রশ্ন। নারীরা সব ভুলিতে পারেন, নিজেদের অপমান ভুলিতে পারেন না।' এই বিলের বিরোধিতা করিয়া বিরোধী দলগুলি 'পাপ' করিয়াছে বলিয়া আক্রমণ শানান তিনি।শুধু তাই নয়, মহিলা সংরক্ষণ বিল লোকসভায় পাশ করাইতে না পারার সঙ্গে ভ্রূণহত্যার তুলনা টানেন মোদি। তাঁহার মতে, এই বিল পাশ করাইতে না দিয়া কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে-র মতো দলগুলি ভ্রূণহত্যা করিল। মোদি বলেন, 'সৎ চেষ্টার ভ্রূণহত্যা করিল কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূলের মতো দলগুলি।'কংগ্রেসকে আক্রমণ শানাইয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভেবেছিলাম কংগ্রেস নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সেই সুযোগ হাতছাড়া করিল কংগ্রেস। পরজীবীর মতো আঞ্চলিক দলের উপর ভরসায় নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বিরোধী দলগুলি এতবছর ধরিয়া একই বাহানা দিয়া চলিয়াছে। মহিলাদের অধিকারে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বারবার। বিরোধীদের এই রাজনৈতিক কৌশল দেশের জনগণ বুঝিতে পারিয়া গিয়াছেন।' বিরোধী দলগুলিকে এদিন পরিবারতান্ত্রিক দল বলিয়াও তোপ দাগিলেন মোদি।

গতকাল সংসদে মহিলা বিল না পাস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীদের সমালোচনা করিয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মূলত বিরোধীদের 'দ্বিমুখী নীতি' এবং 'অনিচ্ছাকে' লক্ষ্য করিয়া তোপ দাগিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে, এই বিলটি কয়েক দশক ধরিয়া ঝুলিয়া ছিল। আগের সরকারগুলো বা বর্তমান বিরোধীরা যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন তাহারা এটি পাস করানোর জন্য যথেষ্ট সদিচ্ছা দেখায়নি।তিনি ইঙ্গিত দেন যে, এখন জনমতের চাপে এবং রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় বিরোধীরা এই বিলকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু মনের দিক থেকে তাহারা নারী ক্ষমতায়নের এই পদক্ষেপকে মানিয়া নিতে পারিতেছে না।বিরোধীরা যে এই বিলের কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করিতেছে বা কোটা নিয়া নতুন দাবি তুলিয়াছে, সেটাকেও তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া অভিহিত করেন।বরোধীদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষোভের পেছনে কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। কংগ্রেস সহ অনেক বিরোধী দল দাবি তুলিয়াছিল যে, মহিলা সংরক্ষণের মধ্যেই ওবিসি মহিলাদের জন্য আলাদা কোটা রাখিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন এটি বিলটিকে আটকিয়া দেওয়ার বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি কৌশল মাত্র।বিলটি পাস হইলেও এটি কার্যকর হইবে পরবর্তী জনশুমারি এবং সীমানা পুনর্বিন্যাসের পর। বিরোধীরা একে 'নির্বাচনী চমক' বলিয়া কটাক্ষ করায় প্রধানমন্ত্রী পাল্টা আক্রমণ শাণাইয়াছেন।সব বিতর্ক সত্ত্বেও, নারী শক্তি বন্দন অধিননিয়ম এখন একটি বাস্তব। এটি ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে একটি মাইলফলক।:এটি লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ু আসন সংরক্ষিত করিবে। প্রধানমন্ত্রী এটিকে ভারতের নারীদের প্রতি 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ' হিসেবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং দাবি করিয়াছেন যে বিজেপি সরকারই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে।সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গতকালের সংসদে প্রধানমন্ত্রী নিজেকে নারী অধিকারের কাণ্ডারি হিসেবে তুলিয়া ধরেন এবং বিরোধীদের এই অগ্রগতির পথে 'বাধাদানকারী' হিসেবে চিত্রিত করেন।

২৪,৮১৫ কোটি টাকায় দুই রেল প্রকল্পে অনুমোদন, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশে বাড়বে সংযোগ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-এর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি শনিবার উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাল্টি-ট্র্যাকিং রেল প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে। মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪,৮১৫ কোটি টাকা।

এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রায় ৬০১ কিলোমিটার নতুন রেলপথ যুক্ত হবে ভারতীয় রেলওয়ে-এর নেটওয়ার্কে। এর মধ্যে রয়েছে গাজিয়াবাদ-সীতাপুর তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন (৪০৩ কিমি) এবং রাজামুন্দ্রি (নিদাদাভোলু)—বিশাখাপত্তনম (দুভ্বাডা) তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন (১৯৮ কিমি)।

এই প্রকল্পগুলি দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে রেল সংযোগ উন্নত করবে। উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে দুধেশ্বরনাথ মন্দির, গড়মুক্তেশ্বর গঙ্গা ঘাট, নৈমিষারণ্য, অন্নভারম মন্দির এবং দ্রাক্ষারামম। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এই রুটগুলি কয়লা, খাদ্যশস্য, সিমেন্ট, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, লোহা-ইস্পাত, সার, চিনি ও অন্যান্য পণ্য পরিবহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গাজিয়াবাদ-সীতাপুর প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৪,৯২৬ কোটি টাকা, যা দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করবে। এই রুটটি গাজিয়াবাদ, মোরাদাবাদ, বেরেলি ও শাহজাহানপুর-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাবে।

অন্যদিকে, রাজামুন্দ্রি- বিশাখাপত্তনম রুটটি হাওড়া-চেন্নাই উচ্চ ঘনত্ব নেটওয়ার্কের অংশ। ৯,৮৮৯ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি পূর্ব উপকূলীয় রেল করিডরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এটি পূর্ব গোদাবরী, কাকিনাডা ও বিশাখাপত্তনম জেলার মধ্য দিয়ে যাবে।

এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে পণ্য পরিবহণ সহজ হবে এবং পর্যটন ক্ষেত্রেও বড় ধরনের গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির খোঁজে

তাহমিদাল জামি

আমাদের দেশে সংস্কৃতির আধুনিক ধারণার উদয়ের একটা উপনিবেশি পরম্পরা আছে। প্রাগাধুনিক সমাজে ধর্ম, রীতি, দেশাচার, আর্যত্ব, তমদ্দুন, তাহজিব, রসম, রেওয়াজ ইত্যাদির ধারণা থাকলেও হালে সংস্কৃতির ধারণা অপেক্ষাকৃত নতুন। ১৯২২ সালে এক মারাঠি বন্ধুর কাছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি পান 'কালচার'---এর বাংলা হিসেবে। শব্দটির বরাত তাঁরা বেদে খুঁজেছিলেন বটে, কিন্তু এর অর্থ নির্ধারণ করেন আধুনিক ইউরোপের 'কালচার' ও 'বিল্ডাং' শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে।

মোগল আমলে আলাওল তরুণদের জীবন সম্পর্কে শেখাতে গিয়ে তোহফা গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। সে গ্রন্থে ফিরিস্তি ছিল জীবনের সকল দিকের, 'কিবা দ্বীনী, কিবা দুনি কিবা ধর্মকর্ম/ ভোজন, পিয়ন, রতি, বাহ্য শৌচকর্ম/ গৃহস্থির কার্য কিবা লক্ষ্মী বাড়ে টুটে।' অর্থাৎ শরিয়ত, দুনিয়ার বুদ্ধি, নীতিশাস্ত্র, জীবনের লক্ষ্মীশ্রী সবকিছু এক ম্যানুয়ালে হাজির করেছেন তিনি। আলাওলের এই ছকটির নাম ছিল 'আদব' তথা সাংস্কৃতিক শিক্ষাযার ভিত্তি ছিল প্রত্যাদেশ থেকে শুরু করে দেশাচার।

কিন্তু আলাওলের কেতাবি ও দরবারি বোঝাপড়ার বাইরে মেঠো বাংলায় রসম-রেওয়াজ ছিল বহুবিচিত্র। এই দেশের সংস্কৃতি গঠিত হয়েছে খনা, কাহ্নপা, শাহজালাল, নূর কুতুব আলম, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, হাজী মুহম্মদ, লালন ফকিরসহ বহুবিচিত্র ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপান্তরের পথ ধরে। বর্ণাশ্রম তথা জাতপাতের বৈষম্য কিংবা রাজা- জমিদার- ডিহিদারের শাসন-শোষণ সত্ত্বেও বাংলায় জীবন্ত বিচিত্র মানুষের সপ্রাণ সম্পর্কের ভেতর দিয়ে সুফি, ফকির, বৈষ্ণব, নাথ ইত্যাদি চিন্তা, চিহ্ন, করণের বিকাশ ঘটে, যা আধিপত্যবাদী ও বৈষম্যমূলক নিগড়কে প্রশ্ন করার উসকানিই কেবল দেয়নি, বরং দরগা- আখড়ার জাতিভেদহীন কল্পনায়, কৃষক-কারিগর- ফকির- সন্ন্যাসীর আন্দোলনে সেই নিগড় ভাঙা বাসনার খণ্ডিত প্রয়োগও করেছে।

তাহমিদাল জামি

কিন্তু উপনিবেশি জমানায় বাংলার সমাজে যে ধাক্কা লাগল, তার দরুন কলকাতাকেন্দ্রিক ভদ্রবিত্তের সমাজে আচার- আদব- রসম- রেওয়াজকে নতুন ভিত্তি দেওয়ার প্রয়োজন হলো। এই নতুন ভিত্তির কেতাবি নাম ছিল মানুষের বৃত্তি বা শক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'অনুশীলন' নামক নতুন এক তত্ত্ব হাজির করলেন, যা হলো মানুষের 'শারীরিক ও মানসিক শক্তি'র সম্যক অনুশীলনের মাধ্যমে 'মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি'। এই অনুশীলনকে মানুষের বৃত্তির ওপর স্থাপন করে তাকে একদিকে ধর্মতত্ত্ব, আরেক দিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে বঙ্কিম একটি নতুন মানবকেন্দ্রিক অথচ ধর্মতাত্ত্বিক পরমার্থ হাজির করেছেন। তাই বঙ্কিমের কাছে, 'কালচার বিলাতি জিনিস নহে, ইহা হিন্দুধর্মের সারাংশ'।

বঙ্কিমের মতো রবীন্দ্রনাথও সংস্কৃতি বলতে চিত্ত, শক্তি ও চরিত্রের বিকাশ ও সক্রিয়তা বুঝিয়েছেন। মানবীয় বৃত্তিকে কেন্দ্রে রেখে রবীন্দ্রনাথও 'কালচার' বলতে 'কালচারড' হওয়াই বুঝিয়েছেন। 'কালচার'--- এর বাংলা হিসেবে 'কৃষ্টি' শব্দটি তাঁর ভালো লাগেনি। ওটা চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত বলে ওই শব্দে তাঁর চন্দনের সাবান মেখে স্নান করার ইচ্ছা হয়েছে।

আধুনিক যুগের সংস্কৃতি 'কৃষ্টি'র হদিসের ব্যাপার, আবার 'অনুশীলন' বা সাধনারও ব্যাপার। একদিকে জাতি, আম বা জনসমাজের সংস্কৃতি নিয়ে পণ্ডিতেরা লেখাপড়া করেন; অপরের সাংস্কৃতিক হালচালের হদিস-বিবরণ-সঞ্চয়ন করেন। অন্যদিকে মানুষের যে আত্মসত্তা গঠনের সাধনা, যে তালিম-তরিবত-সহবত চর্চাসেই সাধনার দিকটাও সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি একই সঙ্গে মানুষের আবাস ও আবাদ। মানুষ ভাষায়, চিহ্নে, আচারে বাস করে; আবার সেগুলোকে ব্যবহারিকভাবে গড়েপিটে কাজেও লাগায়। উৎপাদনে মানুষ আদৌ কোন শর্তে শরিক হবে, সেটারও নির্ণয় ঘটে সাংস্কৃতিক চিহ্নতন্ত্রে। এ কারণেই আধুনিক সমাজে সাংস্কৃতিক নানা প্রথা-প্রতিষ্ঠান মানুষকে বিদ্যমান কাঠামোর অনুগত বান্দা আকারে পুনরুৎপাদন করে। সংস্কৃতি সমাজের মধ্যে অভিমুখিতা তৈরি করে। সমাজের মাতবর শ্রেণি ও গোষ্ঠী আমের হালচাল, বাসনা ও সাধনার রূপকার হতে চায়। এভাবে সংস্কৃতি বান্দাকে বিদ্যমান কাঠামোতে যে কল্পসূত্রে বাঁধে, তাকেই ফরাসি তাত্ত্বিক লুই আলথুসারের ভাষায় ভাবাদর্শ বলা যায়।

চবিবশের গণ--- আন্দোলন অনেক সাংস্কৃতিক প্রশ্ন সামনে এনেছে। পুলিশের বাধার সামনে একা। ৩০ জুলাই ২০২৪। গুলিস্তান, ঢাকাছবি: আশরাফুল আলম

জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক

সঙ্গে সংযোগ কিংবা দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গসাহিত্য বা বৃহৎ বঙ্গ---এ উপস্থাপিত নতুন কল্পপ্রেক্ষিতও বঙ্কিমের হিন্দুরাষ্ট্রের কল্পনাকে কিছুটা ধাক্কা দিয়েছিল। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের পুঁথিচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির পরিসরে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ শরিকানার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়; আর নজরুলের গণ্ডিভাঙা চঞ্চল সঞ্চারণে জাতপাতহীন এক মুক্ত জমায়েতের সুদূর সম্ভাবনা ফুটে ওঠে। রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি প্রশ্নে এই ডামাডোলের মধ্যেই ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়। হিন্দু-মুসলমান বিভাজন এবং উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দ্বন্দ্বের যে বাস্তবতা, সেই রাজনৈতিক দিগন্তের ভেতরেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটিও পূর্ব বাংলায় নতুনভাবে মোকাবিলার অন্তত দুটি প্রচেষ্টা হয়।

প্রথমত, কলকাতাকেন্দ্রিক ভদ্রবিত্ত সমাজের দাপটের মুখে পূর্ব বাংলার আম কৃষক ও মুসলমান সমাজকে কেন্দ্রে রেখে আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনের চেষ্টা করেন। পূর্ব বাংলা ও মুসলমান পরিচয়ের সংশ্লেষকে তাঁরা একটা

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক লড়াই ১৯৬০---এর দশকের সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে পরিণতি পাওয়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হলেও তার ফলে সাংস্কৃতিক প্রশ্ন মীমাংসিত হয়ে যায়নি। মীমাংসিত হওয়ার কথাও নয়। আলমগীর কবির বা বদরুদ্দীন উমরের মতো কেউ কেউ মনে করতেন যে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন চিরদিনের মতো মীমাংসা হয়ে গেছে। কিন্তু আহমদ ছফার বরাত দিয়ে সলিমুল্লাহ খান বলেছেন যে প্রশ্নটার গোড়া উপমহাদেশের আন্তরাজনৈতিক পরিসরে এবং বাংলাদেশের শাসকশ্রেণির মননে প্রোথিত। 'বাঙালী মুসলমানের মন' প্রবন্ধে আহমদ ছফা দেখান যে এই দেশের আমমানুষ এমন এক ইতিহাসের 'দাবায়ে রাখা' জনগোষ্ঠী, যারা তাদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অধস্তনতাকে মোকাবিলা করার জন্য বারবার তাদের ধর্মান্তর করেছে, সাংস্কৃতিক খোলস ও রাজনৈতিক পরিচয় বদল করেছে, এমনকি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রও গঠন করেছে। তবু তার মুক্তি যে এখনো সুদূরপরাহত, তার কারণ এখানে গড়ে ওঠা ভদ্রবিত্ত শ্রেণির সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের সীমাবদ্ধতা ও

গণ্ডি সলিমুল্লাহ খান তাঁর বেহাত বিপ্লব গ্রন্থে বলেছিলেন, বাংলাদেশের মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলেও জাতিনিরপেক্ষতা নাইযেটা সংকটের এক গোড়া। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে যেভাবে একটি কর্তৃত্ববাদী ও বৈষম্যবাদী সাংস্কৃতিক কাঠামো আকারে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তার কারণ স্বাধীন বাংলাদেশে তা একদিকে কায়েমি ক্ষমতার কর্তৃত্ববাদী সাংস্কৃতিক যুক্তি আকারে জারি হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতিপ্রশ্নেরও ন্যায্য মীমাংসা করতে সমর্থ হয়নি।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদি বয়ান উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক ভদ্রবিত্ত বর্গের হাতে বিকশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দের হাতে এমন একটি রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব গঠিত হয়, যেখানে জাতীয়তাবাদ, ধর্মতত্ত্ব, সভ্যতাগত আদর্শ ইত্যাদির এক কিম্ভূতকিমাকার সংশ্লেষ তৈরি হয় এবং সমগ্র ভারতীয় হিন্দু-আর্য সভ্যতার সূচিমুখ হিসেবেই বাংলার হিন্দু, বিশেষত ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের একধরনের নেতাগিরি প্রস্তাব করা হয়।

তবে উপনিবেশি বাংলায় পরিগঠিত হওয়া জাতি ও সংস্কৃতিবোধ ঠিক এককাট্টা-একশিলা জিনিস ছিল না, বরং তার ভেতরে প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য নানা বাহাস ছিল। বঙ্কিমের হিন্দু-আর্যকেন্দ্রিকতাকে খানিকটা দুর্বল করে দেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধ ইতিহাসের পর্যালোচনা। বাংলার আদি বৌদ্ধ গান ও দোঁহা তিনি নেপালের মহাফেজখানা থেকে সংগ্রহ করে আনেন। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথদের রূপকথা, ছড়া, পট, ব্রত ইত্যাদির

জাতিতাত্ত্বিক ভিত্তিতে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ অঞ্চলের মানুষ দ্রাবিড় জাত থেকে এসেছে তাই তারা আলাদা, এমন আনাড়ি যুক্তিও দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। মুক্তিযুদ্ধের আগে 'পাকবাংলার কালচার' এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে 'বাংলাদেশের কালচার' নামে এভাবেই ভিন্ন সাংস্কৃতিক বনিয়াদ গঠনের চেষ্টা করেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ।

দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাইরেও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতির ধারণা ১৯৬০---এর দশকে বাংলার ইতিহাস ও জাতীয় সাহিত্য খুঁড়ে রচনার প্রয়াস দেখা যায়। মমতাজুর রহমান তরফদারের সুলতানি আমলের ইতিহাসে, আহমদ শরীফের 'গণমানবে'র সাহিত্যের সযত্ন উপস্থাপনে, জহির রায়হানের উপন্যাসে-চলচ্চিত্রে, বদরুদ্দীন উমরের সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণে সেই হদিস ধরা পড়ে। এ সকল কাজের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় বাঙালি পরিচয়ের একটি নতুন এথনোলজিক্যাল আর্কাইভ গঠিত হয়, যা তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতায় বসেও একটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক দিগন্তের দিকে হাতছানি দিয়েছিল। সাংস্কৃতিক চিহ্নশালা ও সাধনা এখানে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী গঠনের যুক্তি আকারে কাজ করেছিল। সংস্কৃতি মানে নিছক আত্মতত্ত্ব নয়, আত্মপরিচয়ের উদাত্ত জাহিরা ও দাপট নয়, বরং সমাজে হাজির বহুবিচিত্র মানুষের যে ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, তাকে ধারণ করে সবার সঙ্গে শরিকানার ভাষা খুঁজে পাওয়াই দশের সংস্কৃতি গঠনের মূল শর্ত।

চিন্তার বিকাশের আড়ষ্ঠতা।

স্বাধীন বাংলাদেশে ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর মুসলমান বা ইসলামি পরিচয়বাদ একই সঙ্গে রাষ্ট্রাদর্শ ও সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের দুই মেরু আকারে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। ডিজিটাল পরিসরে প্রতিদিন অ্যালগরিদমের বলকে বলকে উথলে ওঠে ভাষা, ধর্ম, যৌনতা, জীবনাচরণ ইত্যাদি ইস্যু নিয়ে সাংস্কৃতিক কাজিয়া।

এই সাংস্কৃতিক মেরুকরণ কি মানুষের বাস্তব গরজের প্রশ্নগুলোকে ধামাচাপা দেয় না? মানুষের চোখে ধুলা দেওয়ার জন্যই কি অনিঃশেষ নিত্যনতুন কাজিয়া হাজির করা হয়? এই মেরুকরণের চাপে মানুষ ও প্রাণের গোড়ার নানা গরজ আদতেই চাপা পড়ে যায়; জলবায়ু, প্রাণবৈচিত্র্য, বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক বিপন্নতা, প্রযুক্তির আগ্রাসী উৎত্রাস ইত্যাদি প্রসঙ্গ ধামাচাপা পড়ে। তবে তাত্ত্বিকভাবে আলাদা করা গেলেও মূর্ত ইতিহাসের জমিনে সাংস্কৃতিক প্রশ্ন আর মানুষের ব্যবহারিক স্বার্থের প্রশ্নকে আলাদা করা মুশকিলই। একদিকে সাংস্কৃতিক আত্ম---পরের প্রশ্ন, আরেক দিকে সম্পদের হিস্যার প্রশ্নএই দুইটা ব্যাপারকে সাতচল্লিশ, ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তর, মুক্তিযুদ্ধ বা চব্বিশের জুলাই, কোনো পর্যায়েই একেবারে আলাদা রাখা যায়নি। নাগরিকদের জীবন ও জবানের স্বাধীনতা, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্নকে সাংস্কৃতিক নাকি আর্থসামাজিক প্রশ্ন বলা হবে, সেই ভেদরেখা টানা অসম্ভব। সাংস্কৃতিক মেরুকরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্ষমতা, সম্পদ ও আত্মপরিচয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিগন্ত হাজির করে।

সংস্কৃতি কি শুধু আত্মপরিচয়ের জাহিরানা নাকি পরের সঙ্গে শরিকানাও? পরিচয়বাদ মানুষের ঐতিহাসিক আপতিক অস্তিত্বকে শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় ধাতে (এসেন্স) পর্যবসিত করে, আত্মপরিচয় নির্ধারণ করতে গিয়ে তাকে বানিয়ে ফেলে ধর্মতত্ত্ব।

জাতীয়তাবাদের সংকট

বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে লিবারেল আধুনিকতাবাদী কল্পনা, সেখানে সমাজের শিক্ষিত অগ্রসর 'ভদ্রবিত্ত' শ্রেণিই আপামর আমজনতাকে চালিত করবে উন্নয়ন ও বিকাশের পথে, যে পথ আগে থেকেই দেখিয়ে দিয়েছে উন্নত পশ্চিমের দেশগুলো। সরলরৈখিক পরিণামবাদী উন্নয়নের পথে দেশীয় নানা চিহ্ন নেহাত কিয়াস, রূপক, মেছাল আকারে আসবে মাত্র। 'সুফিবাদ', 'লোকসংস্কৃতি' বা 'রবীন্দ্রনাথ'কে সেখানে প্রতীক আকারে, আত্মপরিচয়ের বিনোদ রূপ আকারে, কায়েমি কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতার চিহ্নতান্ত্রিক ঠেকনা আকারে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু লিবারেল জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিকে আমরা যে পোষা, নিরীহ ও সরল চেহারায় হাজির করতে চেয়েছি, তা কাজ করেনি। ফলে লিবারেল জাতীয়তাবাদকে দ্রুতই কর্তৃত্ববাদী চরিত্র ধারণ করতে হয়েছে। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সমাজে ক্রমবর্ধমান শ্রেণিবৈষম্য লাঘব করতে পারেনি। নাগরিকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। বাংলা, ইংরেজি ও আরবি মাধ্যমের যে ত্রিধাবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা এ দেশে চালু আছে, তাতে বোঝা যায় দেশের অধিপতি শ্রেণি নিজ সাধনাকে আমজনতার সাধনার সঙ্গে একাত্ম করতে চায় না। তার নিজ বাসনা-সাধনা যে মানচিত্রে হাজির, সমাজের আমের জন্য সে সেই একই মানচিত্র ও দিগন্ত ধার্য করেনি। শিক্ষাব্যবস্থার এই বৈষম্যই হাল---জমানায় জাতপ্রথা আকারে কায়েম হয়েছে।

ধর্মীয় পরিচয়বাদ ও সভ্যতাবাদের সীমাবদ্ধতা রাষ্ট্র যখন সমাজের সাধারণ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শিশুযত্ন, আবাসন, মনঃসামাজিক আশ্রয় দিতে পারেনি, তখন একদিকে এগিয়ে এসেছে বিদেশি তহবিলনির্ভর এনজিও, আরেক দিকে মাদ্রাসাভিত্তিক ধর্মীয় সমাজ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রায়োগিক রূপের যে বিকার, তার পরিপ্রেক্ষিতেই ধর্মপরিচয়বাদী ভাবাদর্শের বিপুল বিকাশ ঘটেছে। অনেকে উগ্র জাতীয়তাবাদী অচলায়তনকে এককাট্টাভাবে ইসলামবিদ্বেষী বলেন, কিন্তু আসলে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ তার কর্তৃত্ববাদী চরিত্রের কারণেই মুসলমান, হিন্দু, আদিবাসীসহ সমাজের কোনো অংশের মানুষের সপ্রাণ অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও অভিব্যক্তিকেই মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি।

এর মধ্যে উল্টা দিকে আবার সভ্যতা, তুরাস, খেলাফত-ইমারত, সালতানাত, বড় বাংলা ইত্যাদি চিন্তা হাজির হয়েছে। এককেন্দ্রিক বিশ্বে মানুষকে একাকাররূপে গড়ে তোলার যে আগ্রাসী জ্ঞানগত আইনি প্রক্রিয়া, তার বিপরীতে দুনিয়ার নানা এলাকায় অমোচনীয় সাংস্কৃতিক ভেদের পপুলার ডোক্সা বা জনপ্রিয় মত আকারেই সভ্যতার ধারণা গজিয়ে উঠছে। তবে এগুলোও পাল্টা মোড়লবাদী চিন্তাই। এক সাম্রাজ্য ভেঙে কতিপয় সাম্রাজ্য বা প্রভাববলয় গঠনের কল্পনা থেকে বহু-সভ্যতাবাদকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। সভ্যতার হদিসবাদী ধারণার পাশাপাশি তার একটা সাধনাবাদী দিক আছে। সেটা অসভ্য, বর্বর, হাইল্যা, ফকিন্নি, ছাপড়ি, শিরকি, মাজারি প্রভৃতিতে আমমানুষকে বর্গায়িত করে তাদের সভ্যকরণের বান্দা—গাঠনিক প্রকল্প চালু করার অর্থে। ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলে তো বটেই, হালেও পরিচয়বাদী ও ধর্মতান্ত্রিক চিন্তায় বাংলার আপামর মানুষের বহুমাত্রিক সংস্কৃতিকে নিচু আকারে দেখার প্রবণতা আছে। আকিদাতান্ত্রিক কায়দায় মানুষের জীবনকে অনুশাসন ও পুনর্গঠন করার চেষ্টাও আছে। কল্পনায় সুনির্দিষ্ট ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠী মানুষকে তুরাস ও তকলিদের পথে এগিয়ে নেবে, সেখানে মৌলিকভাবে নতুন কোনো দশা ও বিবেচনার সুযোগ কম। সেই পথে উত্তর গোলার্ধের বিদ্যায়তনে চর্চিত নানা তত্ত্বের বরাত ও তাত্ত্বিকের নাম সাফাই আকারে ব্যবহৃত হয়।

অথচ বাংলায় ইসলাম শুরু থেকেই বাংলার স্থানীয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কৃষিভিত্তিক দেশে ইউসুফ গদার অনুসরণে আলাওল লিখেছেন, 'যথেক বিদ্যা হঅ ধন উপার্জিত।/ তার মধ্যে কৃষিকর্ম সবার পূজিত।' বাংলায় বজ্রযান থেকে সহজ এসেছে। চণ্ডীদাসের সহজ মানুষ গৌড়ীয় বৈষ্ণবে হয়েছে সহজিয়া। আবদুল হাকিমের কবিতায় স্পষ্ট হয়েছে যে যেই দেশে যেই বাক্য বা চিহ্ন ধারণ করে মানুষ, সেটাই নিরঞ্জনের কাছে গ্রাহ্য। লিখন, মুদ্রণ ও ডিজিটাল মাধ্যমে সংস্কৃতির এই স্থানিক আত্মীকরণ নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে মাত্র।

বরং সভ্যতাবাদী ডানপন্থার যে স্থানিক নমুনা, তার বোলচাল-লব্জ অনেকটাই ধার করা। আদতে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তুরাসের সঙ্গে পুনঃসংযোগের রাস্তাগুলো আন্ততুরাসি বলেই তুরাসবাদীদের আলাপ দারুণভাবে বৈশ্বিক পরিচয়বাদী ডানপন্থার সঙ্গে মিলে যায়। ইতিহাস ও বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ব ও জীববিদ্যার একপেশে ব্যবহার, জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ ইত্যাদির ধাতবাদ, অপর বা সংখ্যালঘু পরিচয়ের মানুষকে ক্রিমিনাল এলিয়েন বা 'বিজাতীয় বদমাশ' মনে করাএইসব প্রশ্নেই দেশি ডানপন্থীরা হাল দুনিয়ার শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী বা হিন্দুত্ব সংস্কারীদের স্বগোত্র। জাতীয়তাবাদ বা সভ্যতাবাদ যেমন বৈষম্যের বৈধতা দিতে হাজির হচ্ছে, তেমনি বি---উপনিবেশায়নের ধারণাটিও প্রায়ই হাজির হচ্ছে পরিচয়বাদী ও আকিদাতান্ত্রিক চিন্তার ছুতা আকারে। নেকড়ে প্রায়ই দাদিমা সেজে শুয়ে থাকে, বের হয়ে থাকে কেবল তার দাঁতগুলো।

শেষ কথা

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংকটের অন্যতম কারণ দেশটা বৈশ্বিক আখেরি পুঁজিতন্ত্রের প্রান্তিক জোগানদার-ঠিকাদার। দেশবাসী সর্বজনীন শিক্ষা পাবে কি না, বাক্স্বাধীনতা কতটা ভোগ করবে, দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে কতটা অর্থপূর্ণ কর্মকাণ্ড হবে বা না হবেতা এই প্রান্তিক জোগানদারির জায়গা থেকেই নির্ধারণ করে শাসক মাতব্বরবর্গ। ফলে দেশে জাতীয় বা ধর্মীয় পরিচয়বাদের নামে যেসব বড়াই করা হয়, প্রায়ই তা বৈশ্বিক ক্ষমতাকাঠামোতে দেশ যে 'অসম সমন্বয়ে' বিজড়িত, সেটা জারি রাখার সাফাই আকারে কাজ করে।

সংস্কৃতি মানে নিছক আত্মতত্ত্ব নয়, আত্মপরিচয়ের উদাত্ত জাহিরা ও দাপট নয়, বরং সমাজে হাজির বহুবিচিত্র মানুষের যে ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, তাকে ধারণ করে সবার সঙ্গে শরিকানার ভাষা খুঁজে পাওয়াই দশের সংস্কৃতি গঠনের মূল শর্ত। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক গণ—অভ্যুত্থানের পর সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রচেষ্টা কোনো রেনেসাঁ বা ষাটদশকি জাগরণেরও জন্ম দিতে পারবে কি না, তা নির্ভর করবে এই পরিচ্ছন্ন বিবেচনার ওপর।

লেখক : গবেষক ও সাংবাদিক

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

লাগাতর কয়েদিন ধরে নিগমের উদ্যোগে ড্রেন পরিস্কার কাজ চলছে। উঠে আসছে আবর্জনার স্তুপ।

২১০ কোটির সাইবার জালিয়াতি চক্র ভাঙল গুজরাত পুলিশ, দেশজুড়ে ২৭৩ মামলার যোগ

গান্ধীনগর/ভাদোদরা, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): ২০০ কোটিরও বেশি টাকার বিশাল সাইবার জালিয়াতি চক্রের হদিস পেল সিআইডি ক্রাইম গুজরাত। এই ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভাদোদরায় অভিযান চালিয়ে এই গ্রেফতারি করা হয়। তদন্তকারীদের মতে, অভিযুক্তরা একটি সংগঠিত চক্রের অংশ হিসেবে আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তরা নিজেদের নামে ও অন্যদের নামে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে বা খুলিয়ে সেই অ্যাকাউন্টগুলিকে সাইবার প্রতারণা ও অনলাইন গেমিং সংক্রান্ত লেনদেনের জন্য ব্যবহার করত। তারা অ্যাকাউন্টধারীদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক কিট ও সিম কার্ড সংগ্রহ করে চেক ও ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা তোলার কাজও করত।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন আব্দুল কবীর মোহাম্মদ ইলিয়াস পাঠান, বিবেক ভাঙ্গারা, ময়ঙ্ক বৈরওয়া, রোহিত বর্মা, মোহিত রাওয়াল এবং দীপেশ রাজপুরোহিত ওরফে মন্টু। এদের মধ্যে রাজপুরোহিতই মূলচক্রের হোতা, যিনি প্রায় ৪০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতেন।

অভিযানে ১১টি মোবাইল ফোন, ১২টি চেকবই, ৫টি পাসবই, ৩৯টি ডেবিট কার্ড, একটি ল্যাপটপ এবং ১০টি কিউআর কোড উদ্ধার করা হয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, এই চক্রের সঙ্গে দেশজুড়ে অন্তত ২৭৩টি সাইবার প্রতারণার ঘটনার যোগ রয়েছে, যা ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল-এ নথিভুক্ত। মোট জালিয়াতির পরিমাণ প্রায় ২১০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকারও বেশি।

এই প্রতারণাগুলির মধ্যে ছিল ডিজিটাল অ্যারেস্ট স্ক্যাম, বিনিয়োগ প্রতারণা, ইউপিআই জালিয়াতি, ডিপোজিট ও ঋণ প্রতারণা, পার্ট-টাইম চাকরির ফাঁদ এবং অনলাইন গেমিং সংক্রান্ত প্রতারণা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে ৫০টিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য মিলেছে, যা আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক চক্রের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যে অপরাধে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরো চক্রের সঙ্গে আরও বড় নেটওয়ার্ক জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা।

“আমিই জীবননির্মাতা” কর্মশালা সফলভাবে সম্পন্ন

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল : নেক্সটচ্যাপ্টার একাডেমী এলএলপি-এর উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আমিই জীবননির্মাতা: জীবন, সিদ্ধান্ত ও আত্মনির্মাণ শীর্ষক অনুপ্রেরণামূলক কর্মশালাটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এই কর্মশালায় বিভিন্ন পেশা ও বয়সের অংশগ্রহণকারীরা উপস্থিত ছিলেন। নিজেদের জীবনকে আরও সচেতনভাবে গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা এই সেশনে অংশ নেন। পুরো আয়োজন জুড়ে ছিল গভীর চিন্তা, আত্মবিশ্লেষণ এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য আলোচনা।

কর্মশালার মূল ফোকাস ছিল, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্পষ্টতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি, আত্মনির্মাণের বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি এবং উদ্যোক্তার মানসিকতা দিয়ে জীবনকে নতুনভাবে দেখা।

সেশনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন ড. জয়ন্ত ঘোষ, যিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নতুন চিন্তার সঞ্চার করেন। তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাবে উঠে আসে, জীবনকে বদলাতে হলে প্রথমে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস তৈরি করতে হবে।

অংশগ্রহণকারীদের মতে, কর্মশালাটি শুধু অনুপ্রেরণামূলকই ছিল না, বরং তাদের নিজের জীবনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য একটি বাস্তব দিকনির্দেশনা দিয়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন, তারা এই সেশন থেকে পাওয়া ধারণাগুলো নিজেদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে প্রয়োগ করতে আগ্রহী।

নেক্সটচ্যাপ্টার একাডেমী এলএলপি-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের আরও কার্যকর ও চিন্তাশীল কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে, যার মাধ্যমে সমাজে সচেতন নেতৃত্ব ও আত্মনির্মাণের সংস্কৃতি গড়ে তোলা হবে।

তামিলনাড়ুতে ‘প্রক্সি’ হিসেবে এআইএডিএমকে-কে ব্যবহার করছে বিজেপি: অভিযোগ রাহুল গান্ধী

চেন্নাই, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি ও এআইএডিএমকে জোটকে কড়া আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাঝগম-কে ‘প্রক্সি’ হিসেবে ব্যবহার করে রাজ্যের রাজনীতিতে প্রবেশের চেষ্টা করছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

শনিবার রাণিপেট জেলার শোলিঙ্গুরের কাছে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, “এআইএডিএমকে আর আগের মতো নেই। তারা পুরোপুরি বিজেপির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।” তাঁর দাবি, জাতীয় দল বিজেপি এই আঞ্চলিক দলকে ব্যবহার করে তামিলনাড়ুতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে।

রাহুল গান্ধী জোর দিয়ে বলেন, তামিলনাড়ুর শাসন তামিল জনগণের হাতেই থাকা উচিত। “আমরা বিশ্বাস করি, তামিলনাড়ুতে তামিলরাই শাসন করবে। দিল্লি থেকে কেউ ‘প্রক্সি’ দিয়ে এই রাজ্য চালাবে না,” বলেন তিনি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর ডিএমকের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমরা ডিএমকের সঙ্গে জোট করেছি, কিন্তু কখনও তাদের আক্রমণ বা হুমকি দিইনি, কিংবা কেন্দ্রীয় সংস্থা ব্যবহার করিনি। বিজেপি কিন্তু এআইএডিএমকে নেতৃত্বকে হুমকি দেয়।”

এছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর আদর্শিক প্রভাব নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর দাবি, “আরএসএস ও বিজেপি কোনওদিনই তামিলনাড়ু শাসন করতে পারবে না।”

সম্প্রতি সংসদে নারী সংরক্ষণ বিল পাস না হওয়ার ঘটনাকেও তিনি বড় রাজনৈতিক সাফল্য বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, “আমরা দক্ষিণী রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব কমানোর চেষ্টা রুখে দিয়েছি।”

প্রসঙ্গত, লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী এই বিলটি প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন না পাওয়ায় পাস হয়নি। ভোটাভুটিতে বিলটির পক্ষে ২৯৮টি এবং বিপক্ষে ২৩১টি ভোট পড়ে।

নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে প্রচার তুঙ্গে ওঠায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বাকযুদ্ধও ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ‘বিদ্বেষমূলক মন্তব্য’, আসামের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে তৃণমূলের অভিযোগ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে নিয়ে ‘বিদ্বেষমূলক ও উস্কানিমূলক মন্তব্য’-এর অভিযোগে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস।

শনিবার নির্বাচন কমিশন-এর কাছে জমা দেওয়া এক চিঠিতে তৃণমূল দাবি করেছে, কুচবিহার জেলার এক নির্বাচনী সভায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এমন মন্তব্য করেছেন, যা বিভাজনমূলক, উস্কানিমূলক এবং মানহানিকর।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই সভায় শর্মা দাবি করেন যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে মাংস খাওয়া নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশঙ্কা আসলে শুধুমাত্র গরুর মাংস নিয়ে, অন্য মাংস নয়। তৃণমূলের মতে, এই মন্তব্য রাজনৈতিক শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে ধর্মীয় বিভাজন তৈরির চেষ্টা।

তৃণমূল আরও অভিযোগ করেছে, শর্মা দাবি করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু এলাকায় গরুর মাংসের দোকান খুলছে এবং পাচার করছেযা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উস্কানিমূলক। দলের বক্তব্য, এই ধরনের মন্তব্য একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সন্দেহ ও বিদ্বেষ ছড়ায়, যা নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করতে পারে এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে পারে।

চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও ভারতীয় জনতা পার্টি-র বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করতে এবং কঠোর পদক্ষেপ নিতে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পুলিশকে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে ‘মব কালচার’ রোখায় কার্যকর পদক্ষেপ নেই: রিপোর্ট

ঢাকা, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): বড় বড় প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ-এ ‘মব কালচার’ বা গণহিংসা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি সরকারএমনই দাবি উঠল স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে।

দ্য ডেইলি স্টার-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি-র নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই ‘মব কালচার’-এর অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি খুব দ্রুতই ভেঙে পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১০ এপ্রিল ঢাকার শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের কাছে একদল যুবকের উপর হামলা চালায় একটি জনতা, যাদের ‘সমকামী’ বা ‘হিজড়া’ বলে চিহ্নিত করা হয়। পরের দিন কুষ্টিয়ায় আব্দুর রহমান ওরফে শামীম আল-জাহাঙ্গীর নামে এক পীরকে কুপিয়ে খুন করা হয়।

মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি-এর রিপোর্ট উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালের প্রথম তিন মাসে অন্তত ৮৮টি গণহিংসার ঘটনায় ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুধু মার্চ মাসেই ২৫টি ঘটনায় ১৩ জন নিহত এবং ৩৮ জন আহত হন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে শুধু নিন্দা জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। “গ্রেফতার দুর্বল, বিচার প্রক্রিয়া ধীর এবং শাস্তির নজির নেইফলে অপরাধীদের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে,” উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পুলিশ অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে বা পরিস্থিতি বুঝে পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা গণহিংসা বাড়ার অন্যতম কারণ।

সংবাদপত্রটির মতে, শুধু বক্তব্য নয়, অবিলম্বে কঠোর আইন প্রয়োগ, দ্রুত গ্রেফতার, নিরবচ্ছিন্ন বিচারপ্রক্রিয়া এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বাংলাদেশে বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে ‘রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে বঞ্চনা’, তীব্র সমালোচনা মানবাধিকার সংগঠনের

প্যারিস, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): বাংলাদেশে বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে আইনজীবীদের রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তীব্র নিন্দা জানাল একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন।

জাস্টিস মেকার্স বাংলাদেশ ইন ফ্রান্স অভিযোগ করেছে, আওয়ামী লীগ-ঘনিষ্ঠ আইনজীবীদের প্রার্থিতা বাতিল করা হচ্ছে এবং তাঁদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনটির দাবি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি-নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে একাধিক জেলায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, ঝালকাঠি, খুলনা, নড়াইল এবং সুনামগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে অনিয়ম, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং পুলিশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

সংগঠনটির মতে, এই ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি “পরিকল্পিত রাজনৈতিক বর্জন প্রক্রিয়া”, যার মাধ্যমে আইনজীবীদের একটি অংশকে পেশাগত ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বার অ্যাসোসিয়েশনের স্বাধীন চরিত্র ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং বিচারব্যবস্থার উপর জনবিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ-এর তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক মানের তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনটির বক্তব্য, এই ধরনের পদক্ষেপ বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘ ঘোষিত মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী।

জেএমবিএফ আরও জানিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ শুনানি, নিরপেক্ষ তদন্ত বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা করা হচ্ছে, যা স্বাভাবিক বিচারপ্রক্রিয়া ও আইনের শাসনের পরিপন্থী।

সংগঠনটি সতর্ক করে বলেছে, যদি এই প্রবণতা চলতে থাকে, তবে আইন পেশার স্বাধীনতা এবং বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা গুরুতর সংকটের মুখে পড়বে। তারা জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, বার কাউন্সিল এবং আইনের শাসন রক্ষায় কাজ করা বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে।

তামিলনাড়ু নির্বাচনে ডিএমকে জোটের প্রচারে তেজস্বী যাদব ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল

চেন্নাই, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরদার হচ্ছে রাজনৈতিক প্রচার। ডিএমকে-নেতৃত্বাধীন সেক্যুলার প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সের সমর্থনে এবার ময়দানে নামছেন জাতীয় স্তরের একাধিক নেতা।

রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদব শনিবার মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্টালিন-এর সঙ্গে কোয়েম্বাটুর ও তিরুপ্পুরে যৌথভাবে প্রচার করবেন। এই যৌথ সভাগুলির মাধ্যমে জোট প্রার্থীদের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলা এবং জাতীয় স্তরে বিরোধী ঐক্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে, আম আদমি পার্টির (আপ) কনভেনর অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২০ ও ২১ এপ্রিল তামিলনাড়ু সফরে আসবেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় সভা ও প্রচারে অংশ নিয়ে ডিএমকে জোটের পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাবেন। দলীয় সূত্রে খবর, নিজের শাসন মডেল ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির কথাও তুলে ধরবেন তিনি।

এদিকে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শনিবার তিরুচিরাপল্লি জেলার থুরাইয়ুরে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন। তিনি চেন্নাই থেকে তিরুচিরাপল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে হেলিকপ্টারে সভাস্থলে যাবেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ২৩৪ আসনের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ এক দফায় ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোট গণনা হবে ৪ মে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে মডেল কোড অব কন্ডাক্ট কার্যকর হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্টালিন পুনর্নির্বাচনের লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন। তাঁর সরকারের সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখাও ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করছেন তিনি।

শীর্ষ জাতীয় নেতাদের অংশগ্রহণে তামিলনাড়ুর নির্বাচনী লড়াই এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।

NOTICE INVITING APPLICATION FOR ATTENDING WALK-IN-INTERVIEW

A walk-in-interview will be held for filling up of vacant post of Crèche Workers and Crèche Helpers in various Anganwadi-Cum-Crèche Centers (AWCC) of different AMC Wards in the jurisdiction of Urban ICDS Project, Social Welfare & Social Education Department, Govt. of Tripura as per table shown below. In this connection application in prescribed form will be received as per schedule. Further details and Interview Form will be available in the office of the CDPO, Urban ICDS Project.

Sl No	Name of Vacant AWC	AMC Ward No	Name of Post	Date, Place & Time of interview	Date, Place & Time of application to be issued & received
1	Vivekananda	27	Crèche Worker	Interview will be held on **29.04.2026** at Office of the CDPO on 11. a.m.	Date – From 20.04.2026 to 27.04.2026 (except holidays) Place - Office of the CDPO, Urban ICDS Project, Badharghat Time – 11 a.m. to 4 p.m.
2	Dhaleswar Natun Pally	25	Crèche Worker		
4	Dindayal Ashram Para	37	Crèche Helper		

ICAD/58/26

Child Development Project Officer Urban ICDS Project Badharghat, West Tripura.

ভারতীয় জাহাজ সুরক্ষায় ১২,৯৮০ কোটি টাকার মেরিটাইম ইনসুরেন্স পুল ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা ও বাড়তে থাকা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ভারতীয় জাহাজ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যকে সুরক্ষিত রাখতে ১২,৯৮০ কোটি টাকার একটি দেশীয় বিমা তহবিল গঠনের অনুমোদন দিল কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-এর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

‘ভারত মেরিটাইম ইনসুরেন্স পুল’ নামে এই তহবিলের লক্ষ্য, ভারতীয় পতাকাবাহী বা ভারত নিয়ন্ত্রিত জাহাজ এবং ভারতের উদ্দেশে বা ভারত থেকে রওনা হওয়া জাহাজগুলির জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী বিমা সুবিধা নিশ্চিত করা, এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ সামুদ্রিক রুট দিয়েও যাতায়াতের সময়।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এই পুলের আওতায় হাল ও যন্ত্রাংশ, কার্গো, পি অ্যান্ড আই এবং যুদ্ধজনিত ঝুঁকিসহ সমস্ত ধরনের সামুদ্রিক ঝুঁকি কভার করা হবে।

এই পুলের সদস্য বিমা সংস্থাগুলিই পলিসি ইস্যু করবে এবং সম্মিলিত আন্ডাররাইটিং ক্ষমতা প্রায় ৯৫০ কোটি টাকা হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, দেশীয়ভাবে দায়বদ্ধতা বিমা পরিচালনা, সামুদ্রিক বিমা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আইনি সক্ষমতা গড়ে তুলতেও এই উদ্যোগ সহায়ক হবে।

সরকারের মতে, বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা অনিশ্চয়তা ও সংঘাতের কারণে সামুদ্রিক বাণিজ্যে ঝুঁকি বেড়েছে, যার ফলে বিমা খরচ বৃদ্ধি ও পরিষেবা প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে ভারতীয় জাহাজগুলির ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের দায়বদ্ধতা বিমার জন্য আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ অফ প্রোটেকশন অ্যান্ড ইনডেমনিটি ক্লাব-এর উপর নির্ভরতা বেশি। এই পরিস্থিতিতে দেশীয় বিমা কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

সরকার জানিয়েছে, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা বা ভূ-রাজনৈতিক কারণে বিমা পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি এড়াতে এই ধরনের দেশীয় বিমা পুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

‘স্লো পোলিং-স্লো কাউন্টিং’ করে তৃণমূল এজেন্টদের হতাশ করার ছক: অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন দুই দফার বিধানসভা নির্বাচনে ‘স্লো পোলিং’ এবং ‘স্লো কাউন্টিং’-এর পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশনএমনই অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার হাওড়া সংলগ্ন উলুবেড়িয়ায় এক নির্বাচনী সভায় তিনি বলেন, “এইবার নির্বাচন কমিশন ‘স্লো পোলিং’ ও ‘স্লো কাউন্টিং’-এর পরিকল্পনা করেছে। শুরুতেই প্রচার করা হবে যে বেশিরভাগ কেন্দ্রে তৃণমূল পিছিয়ে রয়েছে। এর উদ্দেশ্য মানুষের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করা এবং তৃণমূলের পোলিং ও কাউন্টিং এজেন্টদের হতাশ করা।”

তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, এই ধরনের প্রচারে যেন কেউ বিভ্রান্ত না হন। “শেষ পর্যন্ত আমরা জিতব।

বিজেপি যদি সূর্যোদয় ঘটায়, তৃণমূল সূর্যাস্ত ঘটাবে,” মন্তব্য করেন তিনি।

এছাড়াও, শুক্রবার কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আয়কর দফতর এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তল্লাশি অভিযানের প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কেবল তৃণমূল নেতাদেরই লক্ষ্য করে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “বিজেপি, কংগ্রেস বা সিপিএম নেতাদের বাড়িতে কখনও এই সংস্থাগুলি যায় না। শুধুমাত্র তৃণমূলকেই টার্গেট করা হয়।”

খাদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গেও বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, “একদিকে বিদেশে গরুর মাংস রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হচ্ছে, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে আমিষ খাবার নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চলছে।”

ইভিএম নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি দাবি করেন, যন্ত্রে ‘মাইক্রোচিপ’ বসিয়ে কারচুপি করা হতে পারে। “কোনও ইভিএমে সমস্যা হলে সেটি মেরামত করে ব্যবহার করতে দেবেন না, নতুন মেশিনের দাবি করুন,” দলীয় এজেন্টদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হাড়ে হাড়ে টের পান ইমিউনিটির খেলা

অনেকের পেটেই থাকে এই ব্যাকটেরিয়া। হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি নামের সে ব্যাকটেরিয়ার কিছু উপকারিতা আছে ঠিকই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই ব্যাকটেরিয়ার জন্যই লোকে গ্যাসট্রাইটিস কিংবা পেপটিক আলসারে ভোগে। বস্তুত, গ্যাসট্রাইটিসে ভোগা অর্ধেক রোগীর পাকস্থলিতেই এই জীবাণু মেলে। এবার জানা গেল, এই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে হাড়ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

একটি চিনা গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি শরীরে ভিটামিন ডি-থ্রি তৈরিতে বাধা দেয়। ফলে ক্যালসিয়াম শোষণ বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। আর তার জন্যই পলকা হয়ে যায় হাড়। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'বিএমসি- গ্যাসট্রোএন্টেরোলজি' নামের জার্নালে। সিচুয়ানের জেনারেল হসপিটাল অফ দ্য ওয়েস্টার্ন থিয়েটার কম্যান্ডের এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগের চিকিৎসকদের তিন বছরের ওই গবেষণায় উঠে এসেছে, হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরির সংক্রমণ রয়েছে, তাদেরই রক্তে ভিটামিন ডি-এর অভাব প্রকট।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, ওই জীবাণুর সংক্রমণ রয়েছে, এমন ৪১৫ জন এবং সংক্রমণ নেই, এমন ২৫৭ জনের উপর স্টাডিটি করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের বয়স ছিল ১৮-৭৮ বছর। জানা হয়েছে প্রত্যেকের জীবিকা, বাসস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বার্ষিক আয়, ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস, খাদ্যাভাস, পানীয় জলের উৎস, খাবার খাওয়ার স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে। তার পর তাদের প্রত্যেকের সিরাম ভিটামিন ডি লেভেল জানার জন্য রক্তপরীক্ষা হয়েছে। তাতেই দেখা গিয়েছে, যাঁদের হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরির সংক্রমণ রয়েছে, তাঁদের অধিকাংশেরই সিরাম ভিটামিন ডি লেভেল ন্যূনতম ২০ ন্যানোগ্রাম /মিলিলিটার মাত্রার কম।

গবেষণালব্ধ এই ফলাফলকে কিছুটা উল্টো ভাবে দেখতে চান রিউম্যাটোলজি বিশেষজ্ঞ সৌনক ঘোষ। তিনি বলেন, 'হাড়ের মজবুতির সঙ্গে ভিটামিন ডি-এর সম্পর্ক বিজ্ঞানে সুবিদিত। কিন্তু আরও একটি বিষয় আছে। সেটি হলো ইমিউনিটি। যাদের এই ভিটামিন কম, তাদের শরীরে ইমিউনিটি কমে যায়। ফলে সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি থাকে। আর সেই রাস্তা দিয়েই তাদের পেটে হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরির সংক্রমণ সেঁধিয়ে যায়।'

একমত আর এক রিউম্যাটোলজি বিশেষজ্ঞ অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'ভিটামিন ডি কম থাকলে সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ে কম ইমিউনিটির কারণেই। সেই সংক্রমণের মধ্যে হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরির সংক্রমণও পড়ে। সে জন্যই এই সংক্রমণ রয়েছে যাঁদের, তাঁদের ভিটামিন ডি কম দেখা গিয়েছে।'

তবে চিনা ওই স্টাডিতে অংশগ্রহণকারীদের হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরির সংক্রমণ ছাড়া আর কোনও সংক্রমণ ছিল কি না, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়নি। তাই 'সাবধানের মার নেই' মনে করিয়ে দিয়ে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের দেশে গ্যাসট্রাইটিস ও পেপটিক আলসার খুবই কমন। আবার ভিটামিন ডি-এর অভাবও বেশ কমন। তাই গ্যাসট্রাইটিস ও পেপটিক আলসারের সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের যে ভিটামিন ডি-এর মাত্রাও পরখ করে নেওয়া উচিত। এতে গোড়ায় রোগ ধরা পড়ার সম্ভাবনাও বাড়ে নিশ্চিত ভাবে।'

মহিলা না পুরুষ, কাদের মধ্যে পার্কিনসন্সের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি?

কোনও জিনিস ধরতে গেলেই হাত থরথর করে কাঁপে। সামলাতে না পেরে হাত থেকে জিনিস পরেই যায়। আবার হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পড়ে যান। ভারসাম্য সামলাতে পারেন না। আবার অনেক সময়ে কথা বলার সময়ে কথা জড়িয়ে যায়। এগুলো পার্কিনসন্সের প্রাথমিক উপসর্গ। মোটামুটি ৬০ পেরোলেই এই লক্ষণগুলো রোগীর মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু স্নায়বিক রোগ কাদের বেশি হয়, জানেন? পুরুষ না মহিলা, কাদের মধ্যে পার্কিনসন্সের ঝুঁকি বেশি? এখনও পর্যন্ত পার্কিনসন্সের মূল কারণ জানা যায়নি। সাধারণত দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, খাবারে টক্সিনের উপস্থিতি এবং জিনগত কারণে পার্কিনসন্সের ঝুঁকি বাড়ে। তবে একাধিক গবেষণা বলছে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে পার্কিনসন্স ডিজিজের ঝুঁকি বেশি। কেন পুরুষদের মধ্যে পার্কিনসন্সের ঝুঁকি বেশি? গবেষণা বলছে, পুরুষেরা তুলনামূলক ভাবে বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে কিংবা দূষিত পরিবেশে বেশি থাকেন। তা ছাড়া স্ট্রোক হলে কিংবা মাথায় আঘাত পেলেও পার্কিনসন্সের ঝুঁকি বাড়ে। তবে এই ফ্যাক্টরগুলো মহিলাদের মধ্যেও কাজ করে। গবেষকরা মনে করছেন, হরমোনের তারতম্যের জেরেই পুরুষদের মধ্যে পার্কিনসন্সের ঝুঁকি বেশি। মূলত ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কম থাকায় পুরুষেরা তুলনামূলক ভাবে বেশি এই রোগে আক্রান্ত হন। পার্কিনসন্সের ঝুঁকি কমায় ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেন হলো ফিমেল সেক্স হরমোন। মহিলাদের দেহে সুরক্ষা কবচের কাজ করে এই হরমোন। ডোপামিন উৎপাদনে সহায়তা করে, মস্তিষ্কের প্রদাহ কমায়, হার্টের স্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং মস্তিষ্কের কোষকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। ডোপামিন উৎপাদনের মাত্রা ঠিক থাকলে অধিকাংশ সময়ে পার্কিনসন্সের ঝুঁকি যায়। এই ইস্ট্রোজেন হরমোনই মহিলাদের পার্কিনসন্স ডিজিজের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে। মহিলাদের মধ্যে পার্কিনসন্সে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কখন থাকে? মহিলাদের মধ্যে পার্কিনসন্স ডিজিজ যে একেবারেই দেখা যায় না, তা নয়। মহিলারাও এই স্নায়বিক রোগে ভুগতে পারেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে এই রোগের উপসর্গগুলো অনেক দেরিতে প্রকাশ পায় এবং সেগুলো জোরালো হতেও সময় নেয়। সাধারণত মেনোপজের পরে মহিলারা পার্কিনসন্সে আক্রান্ত হতে পারেন। ঋতুবন্ধের পরে শরীরে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যায়। তখনই হার্ট অ্যাটাক, হাড়ের ক্ষয়ের মতো পার্কিনসন্সের আশঙ্কাও বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে কমছে এই পার্থক্য সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এই পার্থক্য ধীরে ধীরে কমছে। আজকাল সময়ের আগেই মহিলাদের মধ্যে পার্কিনসন্স ডিজিজ নির্ণয় করা যাচ্ছে। ইস্ট্রোজেন ছাড়াও পার্কিনসন্সের পিছনে যে ফ্যাক্টরগুলো দায়ী, তা নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায় সমান। তাই ৬০-এর পরে হাত-পা কাঁপা, পেশিতে টানা লাগা, চলাফেরার সময়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তখনই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ওয়েট লস ড্রাগে কি ভারতীয়দের ওজন কমছে

'দ্য ল্যানসেট' মেডিক্যাল জার্নালের সমীক্ষা বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে স্থূলত্ব মহামারির আকার নেবে। তালিকার প্রথম দিকে থাকবে ভারত। অনুমান করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ২১ কোটি পুরুষ ও ২৩ কোটি মহিলা ওবেসিটিতে ভুগবেন। ওবেসিটির বর্তমান ছবিটা-ও ভালো নয়। 'হেলথ অফ দ্য নেশন ২০২৬'-এ প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, ৩০ বছরের কম বয়সিদের অর্ধেক অতিরিক্ত ওজন ও ওবেসিটিতে ভুগছে। এই স্বাস্থ্য সমস্যার মাঝেই লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছে ওয়েট লস ড্রাগ। বিশ্বজুড়ে চর্চায় ওয়েট লস ড্রাগ। ইউগোভি, ওজেম্পিক, মৌনজারোর মতো ওষুধের নাম মানুষের জানা। ভারতেও রমরমিয়ে ব্যবসা করছে এই ওষুধের সংস্থাগুলো। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে সেই রূপ ফল দেখতে পাচ্ছেন চিকিৎসকেরা? ওয়েট লস ড্রাগগুলো ভারতীয়দের মধ্যে কতটা কাজ দিচ্ছে, তা নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা করেছে দিল্লির ম্যাক্স সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। এন্ডোক্রিনোলজিস্ট অম্বরীশ মিথালের করা এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে Indian Journal of Endocrinology and Metabolism-এ। ১৫০ জনকে নিয়ে করা এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ১০ জনের মধ্যে ৪ জন ভারতীয় ১০ পর্যন্ত ওজন কমাতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ, ৪০ শতাংশেরও বেশি রোগী ১০ শতাংশ ওজন কমাতে পেরেছেন। এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে, ছ'মাসে গড়ে ৮ শতাংশ ওজন কমিয়েছেন রোগীরা। যা অনেকের ক্ষেত্রে প্রায় ৬ থেকে ১০ কেজি। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ রোগী অন্তত ৫ শতাংশ ওজন কমাতে সক্ষম হয়েছেন। ডায়াবিটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে এই ওজন কমানোটা-ও ভীষণ জরুরি বলে মনে করেন চিকিৎসকেরা।

এই ওষুধগুলো মূলত রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু গবেষণা বলছে, যাঁদের ডায়াবিটিস নেই, তাঁরাও অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি ওজন কমিয়েছেন। তবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও অন্যান্য মেটাবলিক সমস্যার জেরে ডায়াবিটিসের রোগীদের ওজন কমানোর প্রক্রিয়ার গতি ধীর হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়। কম বয়সিদের মধ্যে যাঁরা প্রথমবার এই ওষুধ ব্যবহার করেছেন, তাঁরা দ্রুত ফল পেয়েছেন। কিন্তু যাঁরা আগে এই ধরনের ওষুধের সাহায্য নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ড্রাগ কাজ করতে কিছুটা সময় নিয়েছে। তবে ওয়েট লস ড্রাগ ব্যবহারের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়াও দেখা গিয়েছে। যেমন বমি, পেটফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি। এগুলো সাধারণ এবং নিরাময়যোগ্য। তবে এই গবেষণা আরও একটি বিষয় আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছেওষুধের সঙ্গে ডায়েট ও শরীরচর্চাও সমান জরুরি।

ঘুম থেকে ওঠার কতক্ষণ পরে খাবার খাবেন?

অফিস যাওয়ার তাড়া। ব্রেকফাস্ট করতে গেলে আরও দেরি হয়ে যাবে। পরে কিছু একটা খেয়ে নেওয়া যাবেএই ভেবে না খেয়েই বেরিয়ে যান। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি অনেকেই হন। প্রায় দিনই খালি পেটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। আবার কেউ কেউ ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করতে গিয়ে কিংবা ওজন ঝরাতে গিয়ে ব্রেকফাস্ট স্কিপ করেন। কিন্তু এই ধরনের অভ্যাসে কোনও উপকার মেলে না। বরং নষ্ট হয় আপনার বিপাক ক্রিয়া। এর জেরে ভুগতে পারেন ক্রনিক গ্যাস-অম্বলে। অনেক সময়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া সত্ত্বেও গ্যাস-অম্বলের সমস্যা দেখা দেয়। প্রায়শই ভুগতে হয় পেটফাঁপা, বুক জ্বালা, পেট ব্যথায়। এগুলো খাওয়াদাওয়ার ভুলে নয়, ব্রেকফাস্ট না করার জেরেই দেখা দেয়।

ব্রেকফাস্ট না করার জন্য কেন গ্যাস হয়? সার্কাদিয়ান রিদম বা শরীরের জৈবিক ঘড়ি অনুযায়ী, সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড তৈরি হতে থাকে। যখন ঘুম থেকে ওঠার কোনও সলিড ফুড খান না, তখন খালি পেটেই ওই অ্যাসিড জমতে থাকে। যার জেরে পেটে জ্বালা ভাব অনুভব হয়। তার পরেই বুক জ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর দেওয়া, বমি ভাব এবং জিভে টক ভাব ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যাঁরাই (গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ)- এ ভোগেন, তাঁদের অধিকাংশই ব্রেকফাস্ট স্কিপ করেন। ঘুম থেকে উঠেই কি ব্রেকফাস্ট করা উচিত?

ঘুমোনোর সময়েও পাকস্থলীতে ধীরে ধীরে অল্প পরিমাণে অ্যাসিড তৈরি হয়। ব্রেকফাস্টের অন্যতম কাজই হলো, রাতভর যে অ্যাসিড তৈরি হবে, তা দূর করা। তাই ব্রেকফাস্ট না করলে অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা হবেই। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই ভারী খাবার খাওয়া যায় না। তবে ঘুম ভাঙার এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেই ব্রেকফাস্ট সারতে হবে। তবেই হজম প্রক্রিয়া সচল থাকবে। ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস জল খান। তার পরে ৬০-৯০ মিনিটের মধ্যে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিন। কোন ধরনের খাবার ব্রেকফাস্টে খাওয়া উচিত? ব্রেকফাস্টে কী ধরনের খাবার খাচ্ছেন, তার উপর গ্যাস-অম্বলের সমস্যা নির্ভর করে। অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা কমাতে ওটস, আটার রুটির মতো গোটাশস্য জাতীয় খাবার খেতে পারেন। খালি পেটে তেল- মশলাদার, সাইট্রাস জুস বা কার্বোনেটেড পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত। কফি কখনওই ব্রেকফাস্টের বিকল্প নয় অনেকেই ব্রেকফাস্টে ভারী খাবার খাওয়ার বদলে চা- কফি খেয়ে নেন। পেট ভরাতে দু'টো বিস্কুট বা কেক খান। এটা মোটেও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয়। চা-কফি ব্রেকফাস্টের বিকল্প হতে পারে না। তাই ভারী খাবার খাওয়ার পরেই চা-কফি খাওয়া উচিত।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ কখন কখন ব্যবহার করা যায়

প্যারাসিটামল আর আর্নিকা বাড়িতে এই দুই ওষুধ থাকতে বাধ্য। আর যে বাড়িতে বাচ্চা রয়েছে, সেখানে আর্নিকার ব্যাপক ব্যবহার হবেই। বাঙালি আর কোনও হোমিওপ্যাথি ওষুধের নাম জানুক বা না জানুক, আর্নিকার কথা সকলেরই জানা। বাচ্চারা পড়ে গেলে, চোট পেলে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে আর্নিকা খাওয়ানোর কথাই সবার আগে মাথায় আসে।

আর্নিকা মন্টানা আসলে ডেইজি জাতীয় ফুলের গাছ থেকে তৈরি হয়। এই বিশেষ গাছটি ইউরোপের পাহাড়ে পাওয়া যায়। সাধারণত ব্যথা বা যন্ত্রণা উপশমে আর্নিকা ব্যবহার হয়। তবে আর্নিকার গুণ এখানেই শেষ নয়। আর কী কী সমস্যায় এই ওষুধ কাজে আসে, জেনে নিন।

আঘাত ও চোটে পেলে--- আর্নিকার মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে। ছোটখাটো আঘাত লাগলে কিংবা পড়ে গিয়ে চোট পেলে আর্নিকার সাহায্য নিতে পারেন। মাংসপেশিতে আঘাত লাগলে বা ব্যথা পেলে আর্নিকার খেতে পারেন। অনেক সময়ে বেশি ব্যায়াম করলে মাংসপেশিতে ব্যথা-যন্ত্রণা হয়। তখনও এই হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাহায্য নিতে পারেন। খেলতে গিয়ে চোট পেলেও আর্নিকা খাওয়া যায়।

ত্বকের যত্ন নেয়— শুধু ব্যথা নয়, চোট পাওয়ার জেরে ত্বকে যে কালশিটে দাগ তৈরি হয়, তাও নির্মূল করে দেয় আর্নিকা। ত্বকের নীচে রক্ত জমে কালশিটে পড়ে। সেই দাগ দূর করে দেয় আর্নিকা। এমনকী ত্বকের ফোলা ভাব কমিয়ে দিতে সাহায্য করে আর্নিকা। এ ক্ষেত্রে ত্বকের উপর আর্নিকা জেল ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো উপকার পাবেন। আর কোন সমস্যায় আর্নিকা ব্যবহার করা যায়? পড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে চোট পেলে সাময়িক ভাবে আর্নিকা খেতে পারেন। অস্ত্রোপচারের পরে ফোলা ভাব ও ব্যথা কমাতে অনেক সময়ে আর্নিকার সাহায্য নেওয়া হয়। বাতের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতেও অনেকে আর্নিকার সাহায্য নেন। অনেক তেল, শ্যাম্পুতেও আর্নিকার উপস্থিতি মেলে। চুল পড়া কমাতেও এই হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার হয়।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কি আর্নিকা ব্যবহার করা যায়?

বাঙালির প্রায় ঘরে ঘরে এই হোমিওপ্যাথি ওষুধ পাওয়া যায়। সামান্য চোট বা আঘাত লাগলে কিংবা ব্যথা পেলে আর্নিকা খাওয়া যায়। কিন্তু অস্ত্রোপচার হলে বা কোনও গুরুতর সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আর্নিকার সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। আর্নিকা খাবেন নাকি ত্বকে মাখবেন? আর্নিকার ট্যাবলেট ও জেল দু'টোই পাওয়া যায়। চোট পেলে আর্নিকা ট্যাবলেট খেতে পারেন। এ ছাড়া ব্যথার জায়গায় আর্নিকার জেলও লাগানো যায়। কিন্তু কেটে গেলে বা রক্তপাত হলে সেখানে আর্নিকার জেল না লাগানোই ভালো।

পুষ্টিকর ফল খেয়েও গুরুতর বিপদে পড়তে পারেন

পুষ্টিতে ভরপুর হয় ফল। সুস্থ থাকতে শাকসব্জির পাশাপাশি ফল-ও খেতে হবে। কিন্তু ফল খেয়েও রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে, তা কি জানেন? শুনতে অদ্ভুত লাগলেও বাস্তবতে প্রায়শই এমনটা ঘটে। আজকাল আমরা যে সব খাবার খাই, তার অধিকাংশতেই ক্ষতিকর রাসায়নিক বা ভেজাল মেশানো থাকে। তার জেরেই শরীরে নানা রোগ চুপিসারে বাসা বাঁধে। এর মধ্যে ফল-ও রয়েছে। ফলের খোসায় বা নিরাসে অনেক ক্ষতিকর রাসায়নিক থাকে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ভেজাল রোধের জন্য নির্দেশিকা করা সত্ত্বেও এই সমস্যা এখনও বন্ধ হয় না। যতই খাওয়ার আগে ফল ভালো করে ধুয়ে নিন, তা-ও স্বাস্থ্যে ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। মোমের প্রলেপ লাগানো আপেল ফাইবার, ভিটামিনে ভরপুর আপেল। কিন্তু অনেক সময়ে আপেলের খোসা অত্যন্ত মসৃণ হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাতে কৃত্রিম মোমের প্রলেপ লাগানো হয়। অথচ, খাদ্যে বিসওয়াক্স ছাড়া কিছু ব্যবহার করা যায় না। এই ধরনের আপেল খেলে হজমের সমস্যা দেখা দেয়। অন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাই আপেল কিনে আনার পরে ঈষদুষ্ণ জলে নুন মিশিয়ে ৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। ময়লা বেরিয়ে গেলে জল দিয়ে ধুয়ে খান। প্রয়োজনে আপেলের খোসা ছাড়িয়ে খেতে পারেন। ক্যালসিয়াম কার্বাইড দেওয়া আম আজকাল গাছপাকা আমের দেখা পাওয়াই যায় না। বেশিরভাগ আম ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয়। এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি রাসায়নিক। ২০১১ সালে এটি নিষিদ্ধ হলেও এখন কিছু ক্ষেত্রে এই রাসায়নিকের ব্যবহার দেখা যায়। কার্বাইড দিয়ে পাকানো আম খেলে মাথা ঘোরা, পেটের সমস্যা, আলসার, বমির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক সময়ে কগনিটিভ স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব পড়ে। বাইরে কার্বাইড দিয়ে পাকানো আম দেখতে সুন্দর কিন্তু কালো দাগ থাকে। তা ছাড়া আমের মিষ্টি গন্ধ থাকে না।

অক্সিটোসিন দেওয়া তরমুজ— বড়, ভারী, লাল ও রসালো তরমুজ মানেই সেটা ভালো, এমনটা না-ও হতে পারে। এই ধরনের তরমুজে অক্সিটোসিন নামের একটি হরমোন ইনজেক্ট করা হয়। এই হরমোনের জেরে তরমুজের আকার বৃদ্ধি পায় এবং তা রসালো খেতে হয়। কিন্তু এই ধরনের তরমুজ খেলে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এবং প্রজনন স্বাস্থ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে।

আর্টিফিশিয়াল মিষ্টিতে ভরপুর আঙুর— আঙুরেও ভেজাল মেশানো হয়। আঙুরের স্বাদ বাড়াতে অনেক সময়ই আর্টিফিশিয়াল সুইটনার ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া ক্ষতিকর কীটনাশকও ব্যবহার হয়। জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিলে কীটনাশক পরিষ্কার হয়ে যায় কিন্তু আর্টিফিশিয়াল সুইটনার থেকেই যায়। এই ধরনের আঙুর খেলে বিপাকীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডায়াবিটিসের রোগীদের এই ধরনের ফল এড়িয়ে চলা উচিত।

আর্টিফিশিয়াল রং মেশানো বেদানা— টুকটুকে লাল রঙের বেদানা বা ডালিম মানেই সেটা ভালো নয়, এমনটা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের ফলে আর্টিফিশিয়াল রং মেশানো হয়। ভেজাল মেশানো বেদানা বা ডালিম খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। অনেক সময়ে অ্যালার্জির সমস্যাও দেখা দেয়। ফলে ফরমালিনের ব্যবহার— ফল যাতে দ্রুত পচে না যায়, তার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। বিশেষত এগজটিক ফলে ফরমালিনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু যে সব ফলে এই রাসায়নিক ব্যবহার হয়, সেগুলো না খাওয়াই ভালো। তাতে কিডনির ব্যাপক ক্ষতি হয়। আর নিয়মিত ফরমালিন দেওয়া ফল খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।

শনিবার আগরতলায় শিশু স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অবৈধ অনুপ্রবেশে কড়াকড়ি, আন্ডারগ্রাউন্ডে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সক্রিয়তা বাড়ার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারতে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ অনুপ্রবেশ একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে আসা বহু অনুপ্রবেশকারী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করছে। কেন্দ্র সরকারের নতুন নীতিতে সমস্ত রাজ্যকে এই ধরনের অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গোয়েন্দা সংস্থার মতে, দেশজুড়ে এই ধরনের অভিযান জোরদার হওয়ায় জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বহু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদের অনেককেই ভারতে পাঠানো হয়েছিল সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

সূত্রের খবর, এরা সাধারণত শ্রমিক সেজে জনবহুল এলাকায় মিশে থাকে এবং গোপনে তথ্য সংগ্রহ করে। বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন ও ভিড়যুক্ত বাজার এলাকায় নজরদারি চালানোই এদের প্রধান কাজ। তদন্তে উঠে এসেছে, এদের একটি বড় অংশ হরকত-উল-জিহাদি ইসলামি (ছন্ডুজ্জ) অথবা জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জ্বপ্পঙ্ক)-এর সঙ্গে যুক্ত। এই সংগঠনগুলির কার্যকলাপ মূলত পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চলে বিস্তৃত।

এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ধরনের অনুপ্রবেশকারীদের অনেক সময় কেরল বা তামিলনাড়ু-তে রাখা হয়, যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বসতি রয়েছে। ফলে তারা সহজেই ভিড়ে মিশে যেতে পারে।

গোয়েন্দা সূত্রে আরও জানা গেছে, এরা অত্যন্ত নিচু প্রোফাইল বজায় রেখে কাজ করে এবং নিয়মিত নয়, বরং সপ্তাহে একবার বা পনেরো দিনে একবার তথ্য সংগ্রহের কাজ চালায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বৈধভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে দল বেঁধে এই কাজ করে, যাতে সন্দেহ এড়ানো যায়।

অধিকারিকদের মতে, তথ্য সংগ্রহকারী এই ব্যক্তিদের সাধারণত হামলার কাজে ব্যবহার করা হয় না। বরং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করে পরে প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের ভারতে পাঠানো হয়।

সম্প্রতি গোয়েন্দা সংস্থাগুলি লক্ষ্য করছে যে, এই ধরনের বহু ব্যক্তি হঠাৎ করেই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, নজরদারি বাড়ায় তাদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের সময় হামলার পরিকল্পনা থাকলেও বর্তমানে কড়া নজরদারির কারণে তারা অপেক্ষার কৌশল নিয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিস্থিতি এখনই নিয়ন্ত্রণে না আনলে ভবিষ্যতে এটি দেশের জন্য বড় নিরাপত্তা সংকট তৈরি করতে পারে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সব রাজ্যকে প্রতিটি জেলায় বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে যাচাই অভিযানে ৪,০০০-রও বেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আরএএস ২০২৪-এর ফল প্রকাশ, ১,০৯৬ পদে মেধাতালিকা ঘোষণা রাজস্থান পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর

জয়পুর, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (আরএএস) নিয়োগ ২০২৪-এর চূড়ান্ত ফলাফল শনিবার প্রকাশ করল রাজস্থান পাবলিক সার্ভিস কমিশন। মোট ১,০৯৬টি পদের জন্য এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

প্রার্থীরা কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবেন।

এবারের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন দিনেশ বিষ্ণোই, যিনি বারমের জেলার বাসিন্দা। উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগে তিনি ৫৭তম স্থান অর্জন করেছিলেন এবং বর্তমানে রাজস্থান পুলিশ সার্ভিসে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন বিরেন্দ্র চারণ, যিনি জয়সলমের জেলার বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে তহশিলদার পদে কর্মরত এবং প্রশিক্ষণরত অবস্থায় রয়েছেন।

কমিশন জানিয়েছে, ১৭ এপ্রিল সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ হওয়ার পর মোট ২,৩৯১ জন প্রার্থীর মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

বারমের জেলার ভলিসার গ্রামের বাসিন্দা দিনেশ বিষ্ণোইয়ের সাফল্যের পথচলা ধাপে ধাপে উন্নতির উদাহরণ২০২১ সালে ৯৪৮তম স্থান থেকে উঠে এসে এবার শীর্ষস্থান দখল করেছেন তিনি। অন্যদিকে, জয়সলমেরের পোকরণ এলাকার রামপুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা বিরেন্দ্র চারণও আগের চক্রে তহশিলদার পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বর্তমানে সেই প্রশিক্ষণেই রয়েছেন।

আরএএস ২০২৪ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তিনটি ধাপ ছিলপ্রাথমিক পরীক্ষা, মূল পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার। প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মূল পরীক্ষায় অংশ নেন এবং সেখান থেকে সফল প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া ১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে শুরু হয়ে একাধিক পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।

চূড়ান্ত মেধার ভিত্তিতে প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়েছে। রাজ্যের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হিসেবে আরএএস পরীক্ষায় সাফল্যকে বড় অর্জন হিসেবে দেখা হয়।

ফল প্রকাশের পর বহু প্রার্থী তাঁদের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং পরিবার ও শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, নথি যাচাই ও নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী নির্দেশিকা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে কংগ্রেসকে কড়া বার্তা, সিকিমের প্রতিবাদের ভিডিও শেয়ার করলেন কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): লোকসভায় নারী সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়ার পর বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করে সিকিমের প্রতিবাদের একটি ভিডিও শেয়ার করলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

তিনি কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে কড়া সতর্কবার্তাও দেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রিজিজু লেখেন, "কংগ্রেস পার্টির জন্য শক্ত সতর্কবার্তা। ছোট অথচ সুন্দর রাজ্য সিকিম থেকেও সংসদ ও বিধানসভায় নারী সংরক্ষণের পক্ষে ব্যাপক সমর্থন দেখা যাচ্ছে।"

উল্লেখ্য, সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬ লোকসভায় প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন না পাওয়ায় পাশ হয়নি। বিলটির লক্ষ্য ছিল সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

এই ইস্যুতে শাসক জোট এনডিএ বিরোধী ভারত জোটকে দায়ী করছে। তাদের অভিযোগ, মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর মতো ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে দিয়েছে বিরোধীরা।

অন্যদিকে বিরোধী দলগুলির দাবি, নারী সংরক্ষণ বিলকে ২০১১ সালের জনগণনা ভিত্তিক ডিলিমিটেশন ও সংসদের আসন বৃদ্ধি প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যা তারা মেনে নিতে পারেনি।

আরও একটি পোস্টে রিজিজু বলেন, "আমরা ভারতের নারীদের জন্য কাজ করে যাব। বিরোধীরা এই ঐতিহাসিক বিলকে সমর্থন করেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-এর নেতৃত্বে আমাদের সরকার নারীদের সম্মানের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে।"

ভোটাভুটিতে বিলটির পক্ষে ২৯৮টি এবং বিপক্ষে ২৩১টি ভোট পড়ে, ফলে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এটি পাশ হয়নি।

বিলটিতে নারী সংরক্ষণের পাশাপাশি লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাবও ছিল, যা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। সরকার এটিকে প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য আনতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে দাবি করলেও বিরোধীদের আশঙ্কা, এতে আঞ্চলিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এবং কিছু অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিলটি পাশ না হওয়ায় শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে।

লোকসভায় ৯৩ু উৎপাদনশীলতা, ৯টি বিল পাস: জানালেন ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): ১৮তম লোকসভার সপ্তম অধিবেশন ৯৩ শতাংশ উৎপাদনশীলতা নিয়ে শেষ হয়েছে এবং এই অধিবেশনে মোট ৯টি সরকারি বিল পাস হয়েছে বলে জানালেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

তিনি জানান, ২৮ জানুয়ারি শুরু হওয়া এই অধিবেশনে মোট ৩১টি বৈঠক হয়েছে এবং প্রায় ১৫১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট সময় ধরে কার্যক্রম চলেছে।

নারী সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল এবং ডিলিমিটেশন বিলএই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে ১৬ ও ১৭ এপ্রিল প্রায় ২১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট আলোচনা হয়। মোট ১৩১ জন সাংসদ এই আলোচনায় অংশ নেন। তবে সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাস হয়নি বলে জানান স্পিকার।

অধিবেশন চলাকালীন রাষ্ট্রপতি সংসদের দুই কক্ষকে ২৮ জানুয়ারি ভাষণ দেন এবং তাঁর ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট আলোচনা হয়।

এছাড়া ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেট নিয়ে সাধারণ আলোচনা প্রায় ১৩ ঘণ্টা ধরে চলে, যেখানে ৬৩ জন সদস্য অংশ নেন। ১১ ফেব্রুয়ারি সেই আলোচনার জবাব দেন অর্থমন্ত্রী।

এই অধিবেশনে পাস হওয়া উল্লেখযোগ্য বিলগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড সংশোধনী বিল, ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস (প্রোটেকশন অফ রাইটস) সংশোধনী বিল, ফাইন্যান্স বিল, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি কোড সংশোধনী বিল, অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন সংশোধনী বিল, জন বিশ্বাস সংশোধনী বিল এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রশাসনিক বিল।

স্পিকার আরও জানান, ২৩ মার্চ পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভায় বিবৃতি দেন।

অধিবেশন চলাকালীন ১২৬টি তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়েছে। জিরো আওয়ারে ৩২৬টি জনস্বার্থ বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে এবং রুল ৩৭৭-এর অধীনে ৬৫০টি বিষয় আলোচনা হয়েছে।

এছাড়া বিভাগীয় স্থায়ী কমিটিগুলির পক্ষ থেকে ৭৩টি রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে এবং মোট ২,০৮৯টি নথি লোকসভার টেবিলে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ১৮১টি বক্তব্যও এই অধিবেশনে পেশ করা হয়েছে এবং তার সমকালীন অনুবাদ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বিরোধী ঐক্যেই 'কেন্দ্রের চক্রান্ত' ভেস্তে গেল: নারী সংরক্ষণ বিল ইস্যুতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): বিরোধী দলের ঐক্যের জোরেই কেন্দ্রের 'চক্রান্ত' ব্যর্থ হয়েছে এবং গণতন্ত্র রক্ষা পেয়েছে বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা। লোকসভায় সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পাশ না হওয়ার পর শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এই দাবি করেন।

উল্লেখ্য, সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে আনা এই বিলটি প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন পায়নি। দিনভর আলোচনার পর ভোটাভুটিতে বিলটির পক্ষে পড়ে ২৭৮টি ভোট এবং বিপক্ষে ২১১টি, ফলে নির্ধারিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় বিলটি পাশ হয়নি।

দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "গতকাল যা ঘটেছে, তা গণতন্ত্রের বড় জয়। কেন্দ্রের ফেডারেল কাঠামো বদলানোর এবং গণতন্ত্র দুর্বল করার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। এটি সংবিধান, দেশ এবং বিরোধী ঐক্যের জয়।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর বক্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "তাঁরা বারবার বলেছেন, আমরা যদি এই বিলকে সমর্থন না করি, তবে আর কখনও ক্ষমতায় ফিরতে পারব না। এতে তাঁদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, চলতি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যেই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে। তাঁর কথায়, "এটি ক্ষমতায় টিকে থাকার একটি পরিকল্পনা, যেখানে মহিলাদের ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছে।"

নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন তোলেন, "উন্নাও, হাতরাস বা মণিপুরের ঘটনায় তখন কোথায় ছিলেন? আজ হঠাৎ করে নারীদের 'মেসায়া' হতে চাইছেন কেন?"

এই বিলের সঙ্গে জনসংখ্যা নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) প্রসঙ্গ জুড়ে দেওয়ার বিষয়েও তিনি কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, এটি প্রকৃতপক্ষে নারী সংরক্ষণ নয়, বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কেন্দ্রের এই দিনটিকে 'ব্ল্যাক ডে' বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, "প্রথমবারের মতো সরকার বড় ধাক্কা খেল, যা তাদের প্রাপ্য ছিল।"

তিনি আরও বলেন, "মহিলাদের সমস্যা বাড়ছে। মূল্যবৃদ্ধির চাপ সবচেয়ে বেশি পড়ছে তাঁদের উপর। শুধুমাত্র প্রচার বা রাজনৈতিক নাটক দিয়ে আর কাজ হবে না। ২০২৩ সালে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত বিলটি ফিরিয়ে এনে অবিলম্বে কার্যকর করা হোক।"

শেষে তিনি দাবি করেন, "মহিলাদের অধিকার এখনই নিশ্চিত করতে হবে, বিভ্রান্তি তৈরি করে নয়।"

বেলডাঙা হিংসা মামলায় ১৫ অভিযুক্তকে ডিফল্ট জামিন, চার্জশিট দাখিলে দেরি এনআইএ-র

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় সংঘটিত হিংসার ঘটনায় ৩৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১৫ জনকে "ডিফল্ট জামিন" মঞ্জুর করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি-র বিশেষ আদালত।

নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করতে না পারায় তদন্তকারী সংস্থার এই ব্যর্থতার জেরে আদালত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে জামিনের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের গোড়ায় পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড-এ এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেলডাঙায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতদেহ গ্রামে ফিরিয়ে আনার পর পরিস্থিতি দ্রুত অশান্ত হয়ে ওঠে।স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল, ধর্মীয় ও ভাষাগত কারণে ওই শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে রেল ও সড়ক অবরোধ শুরু হয়।

'শ্যাডো জোন'-এর বুথে ভোটগ্রহণে নজরদারি জোরদার, বিশেষ ভিডিওগ্রাফার নিয়োগ নির্বাচন কমিশন-এর

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 'শ্যাডো জোন' হিসেবে চিহ্নিত বুথগুলিতে ভোটগ্রহণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ভিডিও রেকর্ড করতে বিশেষজ্ঞ ভিডিওগ্রাফার নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, যেসব এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সংযোগ অত্যন্ত দুর্বল, সেগুলিকেই 'শ্যাডো জোন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে ওইসব এলাকায় অনলাইন নজরদারি চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, নিযুক্ত পেশাদার ভিডিওগ্রাফারদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা থাকবে, যাতে কোনওভাবেই ভিডিওগ্রাফির কাজে বিঘ্ন না ঘটে। এই ভিডিও রেকর্ডিং পর্যায়ক্রমে কাছাকাছি 'নন-শ্যাডো জোন' থেকে অনলাইনের মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কন্টোল রুম এবং কলকাতায় প্রধান নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পাঠানো হবে। এই ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে কমিশনের পর্যবেক্ষকরা সিদ্ধান্ত নেবেন, কোনও বুথে পুনর্নির্বাচন প্রয়োজন কিনা।

রাজ্যের প্রধান নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে মোট ৬২৫টি 'শ্যাডো জোন' চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণে (২৩ এপ্রিল) এই জোনগুলির অধিকাংশই রয়েছে পাহাড়ি জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ। এছাড়াও জঙ্গলমহল এলাকার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতেও এই ধরনের বুথ রয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোটে এই 'শ্যাডো জোন'-এর একটি বড় অংশ থাকবে সুন্দরবন সংলগ্ন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘন অরণ্য এলাকায়।

কমিশনের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অতীতের নির্বাচনে বুথ দখল, ভোটারদের ভয় দেখানো এবং ভোটগ্রহণে বিঘ্ন ঘটানোর মতো অনিয়মের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে এই 'শ্যাডো জোন'গুলিতেই।

এদিকে, শুক্রবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে এবারের দুই দফার নির্বাচনে গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে ৮৭ করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১২টি কেন্দ্র রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, এরপর উত্তর ২৪ পরগনায় ৮টি এবং হুগলিতে ৬টি। অন্যদিকে কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং ঝাড়গ্রাম-এ রয়েছে মাত্র একটি করে গণনাকেন্দ্র।

সংবিধান বদলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য: নারী সংরক্ষণ ও ডিলিমিটেশন ইস্যুতে মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): নারী সংরক্ষণ বিলকে ডিলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত করে কেন্দ্র আসলে সংবিধানের কাঠামো বদলাতে এবং নির্বাহী ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে চাইছে বলে অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ পোস্ট করে খাড়গে বলেন, কংগ্রেস বরাবরই নারী সংরক্ষণের পক্ষে। "২০২৩ সালে আমরা নারী সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করেছিলাম এবং তা পাশ করাতে সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু এখন মোদি সরকার নারী সংরক্ষণের আড়ালে ডিলিমিটেশন যুক্ত করে নতুন সংশোধনী এনেছে," বলেন তিনি।

খাড়গের অভিযোগ, এইভাবে নারী সংরক্ষণ ও ডিলিমিটেশনকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে সরকার নিজেদের ক্ষমতা আরও সুসংহত করতে চাইছে। তাঁর কথায়, "ডিলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত বিল এনে মোদি সরকার নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছে।"

তিনি আরও বলেন, নারী সংরক্ষণ বর্তমান ৫৪৩টি লোকসভা আসনের কাঠামোর মধ্যেই কার্যকর করা উচিত। পরে জনগণনা ও ডিলিমিটেশন সম্পন্ন হলে তা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। "কিন্তু সরকার তা করতে রাজি নয়," মন্তব্য খাড়গের।

তিনি পুনরায় দাবি করেন, "বাস্তবে মোদি সরকারের আসল উদ্দেশ্য সংবিধানের কাঠামো পরিবর্তন করে নির্বাহী ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেওয়া।"

এদিকে, সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬ লোকসভায় প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন না পাওয়ায় পাশ হয়নি। ভোটাভুটিতে বিলটির পক্ষে ২৯৮টি এবং বিপক্ষে ২৩০টি ভোট পড়ে।

বিলটি পাশ না হওয়ায় লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষই মুলতবি করা হয়। কেন্দ্র জানিয়েছে, নারী সংরক্ষণ, ডিলিমিটেশন এবং লোকসভা আসন বৃদ্ধিএই তিনটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আপাতত এগুলি নিয়ে আর ভোটাভুটি করা হবে না।

তামিলনাড়ুতে আজ রাতেই পৌঁছচ্ছেন অমিত শাহ, রবিবার একাধিক রোডশোতে নেতৃত্ব দেবেন

চেন্নাই, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের শেষ পর্যায়ের প্রচারে গতি আনতে শনিবার রাতেই রাজ্যে পৌঁছচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রোডশোতে নেতৃত্ব দেবেন তিনি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, শাহ শনিবার রাতে কোয়েম্বাটুরে পৌঁছে সেখানেই রাত্রিযাপন করবেন। ২৩ এপ্রিলের ভোটের আগে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে বিজেপির অবস্থান শক্তিশালী করতেই এই সফর।

রবিবার তাঁর প্রচার শুরু হবে ইরোড জেলার মোডাকুরিচি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি রোডশোর মাধ্যমে। সেখানে তিনি বিজেপি প্রার্থী কীর্তিকা শিবকুমারের সমর্থনে প্রচার করবেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় এই অঞ্চলটি দলের কাছে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর তিনি চেন্নাইয়ে গিয়ে আরও একটি বড় রোডশো করবেন, যেখানে বিজেপি প্রার্থী তামিলিসাই সাউন্দররাজন-এর সমর্থনে প্রচার চালাবেন।

চেন্নাই সফরে তিনি মাইলাপুরের কাপালেশ্বরার মন্দির-এ পুজো দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের মতে, এই দুই রোডশোর মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করা এবং শেষ মুহূর্তের প্রচার জোরদার করাই মূল লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-ও শনিবার তামিলনাড়ুতে প্রচারে অংশ নিয়েছেন। নির্বাচনের শেষ লগ্নে বিজেপি নেতৃত্ব জোর দিচ্ছে সরাসরি জনসংযোগ ও শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতির উপর।

দ্রুত উন্নয়নের জন্য বাংলায় 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার' প্রয়োজন: রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত উন্নয়নের জন্য 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-এর প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা।

শনিবার কলকাতায় 'রাজস্থান প্রবাসী সম্মেলন'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন অনিবার্য এবং রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে মানুষকে ভারতীয় জনতা পার্টি-র পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, "ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকলে রাজ্যে দ্রুত ও ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব।" তাঁর মতে, রাজস্থান যেভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গও সেই পথ অনুসরণ করতে পারে।

এর আগে কলকাতায় এসে তিনি কালীঘাট মন্দির-এ পুজো দেন এবং রাজ্যের মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেন। পরে তিনি বালিগঞ্জে ইস্কন মন্দিরেও যান এবং ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভজনলাল শর্মা বলেন, রাজস্থানের মানুষ দেশ-বিদেশে কঠোর পরিশ্রম ও সামাজিক অবদানের মাধ্যমে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। তারা কর্মভূমি ও জন্মভূমির সঙ্গে সমানভাবে সংযুক্ত থাকেন।

তিনি আরও জানান, রাজস্থান ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রবাসী রাজস্থানি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা হচ্ছে, যার বর্তমানে দেশ-বিদেশে ৪০টি শাখা রয়েছে।

রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিল্প, জ্বালানি, পর্যটন এবং সমাজকল্যাণসব ক্ষেত্রেই রাজস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। খনিজ সম্পদ ও ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্রগুলি বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র 'হেরিটেজ উইথ ডেভেলপমেন্ট' ভাবনার উল্লেখ করে তিনি জানান, শেখাওয়াটি অঞ্চলের ৬৬২টি ঐতিহাসিক হাভেলি সংরক্ষণ ও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কৃষি, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ক্ষেত্রেও উন্নয়নমূলক কাজ জোরদার করা হয়েছে। বর্তমানে রাজস্থানের ২৪টি জেলায় কৃষকরা দিনের বেলায় বিদ্যুৎ পাচ্ছেন বলেও তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, 'রাইজিং রাজস্থান ইনভেস্টমেন্ট সামিট'-এর মাধ্যমে যুবকদের জন্য বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

রাজ্যসভায় ১০৯.৮৭ু উৎপাদনশীলতা, বাজেট অধিবেশন সমাপ্ত

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস): সংসদের বাজেট অধিবেশন শেষে রাজ্যসভায় ১০৯.৮৭ শতাংশ উৎপাদনশীলতার রেকর্ড গড়া হয়েছে বলে জানালেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি. পি. রাধাকৃষ্ণন।

তিনি জানান, ২৭০তম অধিবেশন চলাকালীন মোট ১৫৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এই অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংসদের বাজেট অধিবেশনও সমাপ্ত হল।

অধিবেশন চলাকালীন ১১৭টি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, ৪৪৬টি জিরো আওয়ার জমা পড়েছে এবং ২০৭টি বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

চেয়ারম্যান বলেন, সংসদের তিনটি অধিবেশনের মধ্যে বাজেট অধিবেশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে গৃহীত বাজেট বরাদ্দ, নীতি এবং অগ্রাধিকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে চারদিন ধরে আলোচনা হয়, যেখানে ৭৯ জন সদস্য অংশ নেন। এই আলোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট করেন।

ইউনিয়ন বাজেট ২০২৬-২৭ নিয়েও চারদিন ধরে বিস্তৃত আলোচনা হয়, যেখানে ৯৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

এই অধিবেশনে মোট ৫০টি বেসরকারি সদস্য বিল উপস্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া, হরিবংশ নারায়ণ সিং তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যসভার উপ-চেয়ারম্যান হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

চেয়ারম্যান আরও জানান, পশ্চিম এশিয়ার চলমান পরিস্থিতি এবং দেশের জ্বালানি চাহিদা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সংসদে স্বতঃপ্রণোদিত বিবৃতি দিয়েছেন।

গন্ডাছড়ায় হরগৌরি পূজা ও বটবৃক্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

গন্ডাছড়া প্রতিনিধি,১৮ এপ্রিল:- চার বৈশাখ প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও গন্ডাছড়া সরমা নিখিল সরকার পাড়া জেলখানা চৌমুহনি সংলগ্ন সদানন্দ সেবা আশ্রমে মনসা, হরগৌরি ও কালিমন্দিরে হরগৌরি পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ধর্মীয় পরিবেশে ভক্তদের উপস্থিতিতে আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে।আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ডল শ্রী মহন্ত দিব্যানন্দ গিরি মহারাজ জানান, ১৯৮৯ সালে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় একটি বটবৃক্ষ রোপণ করা হয়। সেই থেকে প্রতি বছর চার বৈশাখ বটবৃক্ষের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হরগৌরি পূজা আয়োজন করা হয়ে আসছে, যা এখন একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এই পূজায় এলাকার বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। ভক্তদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পূজার পরদিন ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তিনি এলাকার সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করেছেন, যাতে এই ধর্মীয় আয়োজন আগামী দিনেও সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

রাহুল গান্ধীর দ্বৈত নাগরিকত্ব' অভিযোগে এফআইআর নির্দেশে স্থগিতাদেশ, শুনানির সুযোগের কথা বলল আদালত

লখনউ/নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (আইএএনএস):লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-র বিরুদ্ধে দ্বৈত নাগরিকত্ব' সংক্রান্ত অভিযোগে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ নিয়ে চূড়ান্ত রায় আপাতত স্থগিত রাখল আল্লাহাবাদ হাই কোর্ট।

বিচারপতি সুবাশ বিদ্যারথীর একক বেঞ্চ জানিয়েছে, কোনও সম্ভাব্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এ ধরনের নির্দেশ দেওয়ার আগে তাকে শুনানির সুযোগ দেওয়া জরুরি। এই কারণেই পূর্বে মৌখিকভাবে রায় ঘোষণা করা হলেও তা চূড়ান্ত করা হয়নি।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, মামলার শুনানিতে সব পক্ষই জানিয়েছিল যে, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-এর ৫২৮ ধারার অধীনে আবেদন নিষ্পত্তির সময় অভিযুক্তকে নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে পরবর্তীতে একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায়'জগন্নাথ বর্মা বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার'পর্যালোচনার পর আদালত মত বদলায়।

ওই রায়ে বলা হয়েছে, এফআইআর দায়েরের আবেদন খারিজ করা কোনও অন্তর্বর্তী আদেশ নয় এবং সম্ভাব্য অভিযুক্তের বক্তব্য শোনার অধিকার রয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বিচারপতি বিদ্যারথী বলেন, "অভিযুক্তকে নোটিস না দিয়ে এই আবেদন নিষ্পত্তি করা উচিত নয়।" বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী শুনানি ২০ এপ্রিল ধার্য হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে এই বেঞ্চই উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে এফআইআর দায়েরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিয়েছিল। আবেদনকারীর দাবি, রাহুল গান্ধী ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ধারণ করেন, ফলে তিনি নির্বাচনে লড়াই করার যোগ্য নন এবং সাংসদ পদেও থাকতে পারেন না।এই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ফরেনার্স অ্যাক্ট এবং পাসপোর্ট অ্যাক্টের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

মামলাটি প্রথমে রায়বেরেলির বিশেষ এমপি/এমএলএ আদালতে দায়ের করা হয়েছিল, পরে তা হাই কোর্টে আসে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাথায় লোহার রড বিদ্ধ হয়ে থাকা শিশুর প্রাণ ফিরে পেল জিবিপি হাসপাতালের

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে।

যার ফলশ্রুতিতে নিউরোসার্জানদের প্রচেষ্টায় প্রাণ ফিরে পেল এক শিশু। গোমতী জেলার অমরপুর এলাকার গামাকু পাড়ার বাসিন্দা যদু কিশোর জমাতিয়ার সাত বছরের পুত্র রনি জমাতিয়া গত ৮ এপ্রিল বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে নবনির্মিত ছয় ফুট গভীর একটি লেট্রিনের গর্তে পড়ে যায়। তাতে তখন নির্মানাধীন লোহার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশের একটি লোহার রড শিশুটির মাথায় বিদ্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তাকে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, সেখানে চিকিৎসকরা শিশুটির অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে আগরতলা হাঁপানিয়াস্থিত টিএমসি অ্যান্ড ড. বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়্যাল হাসপাতালে রেফার করে দেন। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির সিটি স্ক্যান করে চিকিৎসকরা দেখতে পান যে শিশুটির মাথায় ৬ ইঞ্চি লম্বা একটি লোহার রড বিদ্ধ হয়ে আছে। এমতবস্থায় টিএমসি হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেন।

জিবিপি হাসপাতালের প্রথমে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে রাত প্রায় ১:৪৯ মিনিট নাগাদ শিশুটিকে ভর্তি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে জিবিপি হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ এ এস রেডিকে কল করা হয় এবং ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্রুত শিশুটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। গত ১২ এপ্রিল শিশুটিকে ট্রমা কেয়ার সেন্টার থেকে নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টে রেফার করা হয়। নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিশুটির শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন এবং গত ১৪ এপ্রিল শিশুটির মাথা থেকে সফলভাবে জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই ৬ ইঞ্চি লম্বা লোহার রডটি বের করে আনেন। এই অস্ত্রোপচারে সময় লাগে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা। উক্ত অস্ত্রোপচারে ছিলেন বিশেষজ্ঞ নিউরোসার্জন ডাঃ এ এস রেডি ও ডাঃ দেবদত্ত সাহা, অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ সাহানি দেববর্মা সহ ৩টি নার্স এবং ৩টি টেকনিশিয়ানরা। অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি বর্তমানে সুস্থ অবস্থায় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করে শিশুটির পরিবার পরিজনেরা জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

নয়াদিল্লিতে এনবিইএমএস-এর সমাবর্তনে স্বর্ণপদক পাচ্ছেন জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের ডাঃ মৃণাল দেববর্মা

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল: ন্যাশনাল বোর্ড অব এক্সামিনেশন ইন মেডিক্যাল সায়েন্সেস(এনবিইএমএস)এর ২৩তম সমাবর্তনে মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগে স্বর্ণপদক পাচ্ছেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ মৃণাল দেববর্মা। আজ এই তালিকা প্রকাশ করেছে এনবিইএমএস। ২৩মে, নয়াদিল্লিতে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

উল্লেখ্য নয়াদিল্লিস্থিত এনবিইএমএস আয়োজিত ডিআরএনবি পরীক্ষায় ২০২৪ সালে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন রাজ্যের চিকিৎসক ডাঃ মৃণাল দেববর্মা। তিনি অ্যাপোলো হাসপাতাল, গুয়াহাটি, অসম-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। ত্রিপুরার গর্ব ডাঃ দেববর্মা মর্যাদাপূর্ণ ডাঃ এস. কে. সামা গোল্ড মেডেল" স্বর্ণপদকের জন্য বিবেচিত হলেন। ডাঃ মৃণাল দেববর্মা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে ডাঃ অতনু ঘোষ ও ডাঃ অরুণাভ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে এমডি মেডিসিন কোর্স সম্পন্ন করেন। এই সাফল্য শুধু ডাঃ মৃণাল দেববর্মার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং ত্রিপুরা রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য এক গৌরবময় মুহূর্ত। তাঁর এই কৃতিত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিকিৎসকদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। রাজ্যের বিভিন্ন মহল থেকে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়েছে এবং তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়েছে।

চুরাইবাড়িতে ফের বিপুল কফ সিরাপ উদ্ধার, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিলঃ মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে ফের বিপুল পরিমাণ অবৈধ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করল পুলিশ। উত্তর ত্রিপুরার চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টে এই সাফল্য মিলেছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে গুয়াহাটি থেকে আগরতলাগামী একটি ছয় চাকার পণ্যবাহী লরি চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টে পৌঁছায়। গাড়িটি তল্লাশি চালান গেট ইনচার্জ নিরঞ্জন দাস ও তাঁর দল। তল্লাশির সময় পণ্যসামগ্রীর আড়াল থেকে দুটি কাঠের বাক্সে লুকিয়ে রাখা মোট ৩২ হাজার ৬০০ বোতল অবৈধ এস্কাফ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত এই নেশাজাতীয় সামগ্রীর কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে লরির চালক ও সহচালককে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মফিজুল ইসলাম ও সুনতি আলী। তাদের বাড়ি অসমের হাজো ও নগাঁও এলাকায় বলে জানা গেছে।

পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন-এর ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর রবিবার তাদের জেলা সিজেএম আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

পশ্চিম জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক জেলার অন্তর্গত সদর এবং মোহনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় রাত ৮টা থেকে পরের দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বি.এন.এস.এস) ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ ২০ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে এবং তা ১৯ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক, আধাসামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার এবং সদর ও মোহনপুরের মহকুমা শাসকদের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরি সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি আধিকারিক এবং অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ এই আদেশের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বি.এন.এস.) ২০২৩-এর ২২৩ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের বড় পদক্ষেপ

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল: গত ১৭ এপ্রিল মহাকরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তের সভাপতিত্বে স্টার এনসিডি গবেষণা প্রকল্পের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্টার এনসিডি প্রকল্পটি হলো একটি "ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ", যা ন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিজ কন্টোল এইমস নয়াদিল্লি, আগরতলা গভঃ মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জাতীয় কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও জোরদার করা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববমা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিজ কন্টোলের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী, এইমস দিল্লি, আগরতলা গভঃ মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল-এর বরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দ এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আধিকারিকবৃন্দ।

সভায় অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। গবেষণা দলটি জানিয়েছে যে, অসংক্রামক রোগের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যেমন-উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটগুলোতে "সেমি অটো অ্যানালাইজার" স্থাপনের মাধ্যমে ডায়াগনস্টিক বা রোগ নির্ণয় সুবিধার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে উন্নতমানসম্পন্ন চিকিৎসা নিশ্চিত করতে তদারকির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিষেবা প্রদানের বিষয়টি তদারকি করার জন্য পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অসংক্রামক রোগ স্ক্রিনিং পরিষেবা ১০০ শতাংশ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। শনাক্তকৃত রোগীদের রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পোর্টাল-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচিব ও এনএইচএম-এর মিশন অধিকর্তা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এআই ব্যবহার করে একসাথে ডেটা এন্ট্রি ও হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হবে, যাতে ওষুধের সরবরাহ সহজে নজরে রাখা যায়। স্টার এনসিডি দল সুপারিশ করেছে যে, জরুরি প্রয়োজনে সবসময় ওষুধ মজুত রাখতে হবে, যাতে কোনো রোগী বিনামূল্যে ওষুধ সহজেই পেয়ে যান। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকগণ আশ্বাস দিয়েছেন, রোগীরা গুনগতমানসম্পন্ন ওষুধ সংগ্রহ করতে পারবেন।

গবেষণা দলটি রাজ্যে অনুষ্ঠিত "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান" এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই অভিযানের ফলে অসংক্রামক রোগ শনাক্ত করা ও উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের চিকিৎসা আরও উন্নত হয়েছে। শহরের বস্তি ও পাহাড়ি এলাকার মানুষ এখন স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা মেনে চলতে বেশি আগ্রহী হচ্ছেন। রাজ্যে অসংক্রামক রোগ (যেমন-ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যানসার) দ্রুত খুঁজে বের করা ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করার জন্য ১ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি, ২০২৬পর্যন্ত প্রথম দফায় এই অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। ১০৩৪টি শিবিরে প্রায় ৭৪ হাজার মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের ১৯১টি শিবিরে প্রায় ৬৬ হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছেন। ৩.৫ লাখের বেশি মানুষের ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ হাজারের বেশি উচ্চ রক্তচাপ রোগী এবং প্রায় ৩৫ হাজার ডায়াবেটিস রোগী ধরা পড়ে। ১ লক্ষ ৯৮ হাজার মানুষের মুখগহ্বর ক্যানসার পরীক্ষা করা হয়। ৭৪ হাজারের বেশি মহিলার স্তন, জরায়ু ও মুখের ক্যান্সার পরীক্ষার পাশাপাশি যারা ফলো-আপ এবং চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদেরও পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জাতীয় স্তরে শ্রেষ্ঠ পারফরমিং রাজ্য হিসেবে সম্মানিত ত্রিপুরা

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল: গর্ব ও স্বীকৃতির এক উজ্জ্বল মুহূর্তে, ত্রিপুরা জাতীয় স্তরের চিন্তন শিবিরে 'আইইসি-সিবি কার্যক্রমে শীর্ষ রাজ্য' বিভাগের অধীনে সেরা পারফর্মিং রাজ্য' হিসেবে সম্মানিত হয়েছে। আইইসি-সিবি কার্যক্রমে শীর্ষস্থান অর্জনের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়, যা ১৭-১৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মহারাষ্ট্রের পুনেতে অনুষ্ঠিত হয়।

ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি এই পুরস্কারটি প্রদান করে, যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শীর্ষ আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি ত্রিপুরার তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

ত্রিপুরার একটি প্রতিনিধি দল মঞ্চে এই সম্মাননা গ্রহণ করে, যা রাজ্যের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই স্বীকৃতি রাজ্যের নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপক প্রচার, কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তৃণমূল স্তরে ধারাবাহিক প্রচার অভিযান, কৌশলগত সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সমন্বিত সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এই সাফল্যের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

জনগণ এবং স্বাস্থ্যপরিষেবার মধ্যে যোগাযোগে কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোর মধ্যে ত্রিপুরার অগ্রণী অবস্থানকে আরও দৃঢ় করেছে এই স্বীকৃতি।

এই সাফল্য ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য নতুন উদ্ভাবন ও নিষ্ঠাকে অনুপ্রাণিত করবে এবং এর ফলে রাজ্যের সুবিধাভোগীরা উপকৃত হবেন বলে আশা। আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ফিফার উদ্যোগে স্কুলে স্কুলে ফুটবল, বিলোনিয়ায় ১৬৭ বিদ্যালয়ের জন্য বিতরণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ এপ্রিলঃ ফুটবল খেলাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা এবং গ্রাম-শহরের প্রতিটি স্তর থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে ফিফা। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতেও ১৬৭টি বিদ্যালয়কে চিহ্নিত করে ফুটবল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই ফুটবলগুলি বর্তমানে বিলোনিয়ার জহর নবোদয় বিদ্যালয়-এ সংরক্ষিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে নির্ধারিত ফুটবল সংগ্রহের জন্য দ্রুত যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক ড. শুভম পাল জানান, প্রতিটি স্কুল যেন যত দ্রুত সম্ভব ফুটবল সংগ্রহ করে ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলায় যুক্ত করে। তাঁর মতে, খেলাধুলা শুধু শরীরচর্চাই নয়, এটি শিশুদের সুস্থ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।তিনি আরও বলেন, নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা নেশামুক্ত ও সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে। সুস্থ প্রজন্মই ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী রাজ্য ও দেশ গঠনে সহায়ক হবে। এই উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্যের সঙ্গেও যুক্ত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়গুলির জন্য ফুটবল সংগ্রহের নির্দিষ্ট সময়সূচীও ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সংসদে ধাক্কা সত্ত্বেও

● প্রথম পাতার পর

বিরোধিতা করে কংগ্রেস। ডিজিটাল পেমেন্ট থেকে শুরু করে তিন তালাক আইন সব ক্ষেত্রেই তারা বাধা সৃষ্টি করেছে।

বিরোধীদের অবস্থানকে বংশগত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে তিনি বলেন, নারী সংরক্ষণ বিল কার্যকর হলে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন আসত। তাঁরা কখনোই চাইবে না যে পরিবারের বাইরে থেকে কোনো নারী দলের মধ্যে উঠে আসুক, বলেন তিনি।

শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি শুধু সংসদের সংখ্যার নয়, বরং রাজনীতির নেতিবাচকতার বিরুদ্ধেও লড়াই। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন, নারীদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তা অর্জনে সরকারের সংকল্প অটল থাকবে।

মুমূর্ষ রোগীকে নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জরুরি পরিষেবার গাড়ির উপর এ ধরনের হামলাকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দুই বছরের শিশুকে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

পুলিশ অভিযুক্ত পিতাকে আটক করেছে বলে জানা গেছে। কী কারণে এমন নির্মম ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উন্নয়নই হোক রাজনীতির

● প্রথম পাতার পর

প্রভাবিত হচ্ছেন না। সভায় তিনি বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝার প্রতি সমর্থন জানান এবং কর্মীদের মধ্যে উৎসাহের কথা তুলে ধরেন।

মন্ত্রী বলেন এলাকায় পরিবর্তনের একটি স্পষ্ট ঢেউ দেখা যাচ্ছে এবং জনমত ক্রমশ বিজেপির দিকেই ঝুঁকছে।

মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গেও সেই ধরনের সরকার গঠনের আহ্বান জানান তিনি।

তিনি দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান, ভোটারদের কাছে বিশ্বাস ও উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে এবং আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে দলের শক্তিশালী ফলাফলের বিষয়ে আস্থা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী ঐদিন জোড়াসাঁকো বিধানসভায় ৩ নম্বর মন্ডল এর সূর্য সেন লেন স্থিত নির্মল ভবন এ কার্যকর্তাদের নিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশ নেন।

আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদকের

● প্রথম পাতার পর

সম্পাদক কে হবেন, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। আইপিএফটির অন্দরে নেতৃত্ব পরিবর্তন ও সাংগঠনিক পুনর্গঠনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, সদ্য ঘোষিত এডিসি নির্বাচনের ফলাফলে ২৮টি আসনের মধ্যে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন-এর নেতৃত্বাধীন তিপ্রা মথা দল ২৪টি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি পেয়েছে মাত্র ৪টি আসন।

ফলাফলের নিরিখে স্পষ্ট, পাহাড়ি এলাকায় জনজাতি সম্প্রদায়ের বড় অংশের সমর্থন পেয়েছে তিপ্রা মথা। এই পরিস্থিতিতে আইপিএফটির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান কী হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে।

পাহাড়ে ভোটের হার

● প্রথম পাতার পর

যায়নি। তাদের দাবি, মানুষের জীবন-জীবিকার মূল সমস্যাগুলি আড়াল করে আবেগের রাজনীতি সামনে আনা হয়েছে, যার প্রভাব ভোটের ফলাফলে পড়েছে।

দলটি আরও অভিযোগ করেছে, নির্বাচনে অর্থ ও উপঢৌকনের ব্যবহার করে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছে। যদিও সেই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিজেপি পরাস্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। পাশাপাশি তিপ্রা মথার বিরুদ্ধেও অর্থশক্তি প্রয়োগের অভিযোগ তুলেছে বামফ্রন্ট।

নিজেদের ফলাফল প্রসঙ্গে বামফ্রন্ট স্বীকার করেছে, তারা ভোটের হার বাড়াতে সক্ষম হয়নি। এজন্য আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার কথাও জানানো হয়েছে।

এদিকে, নির্বাচনে ভয়ভীতি ও প্রলোভন উপেক্ষা করে যারা বামফ্রন্টকে সমর্থন করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে দলীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। একই সঙ্গে রাজ্যজুড়ে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাজ্যজুড়ে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস

● প্রথম পাতার পর

হামলার আতঙ্কে বহু কর্মী জেলা কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলেও জানা গেছে।

এদিকে, ১৫ নম্বর জিরানিয়া আসনের বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অভিজিৎ দেববর্মা-র বাড়িতেও হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় শান্তি বজায় রাখার আশ্বাস দেন।

এদিকে, তেলিয়ামুড়া মহকুমার ১১ নম্বর মহারানীপুর এডিসি আসনের অন্তর্গত তুইমধু এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, তিপ্রা মথার একাংশ কর্মী-সমর্থকরা বিজয়ের পর বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা চালায়। বিজেপির মাইনোরিটি মোর্চার জেলা সভাপতি রশিদ মিয়া দাবি করেছেন, তাঁর বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে। পরিস্থিতির জেরে তিনি স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, একই এলাকায় অন্তত ২০ থেকে ২৫ জন বিজেপি কর্মী আক্রমণের আশঙ্কায় একটি বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তুইমধু এলাকায় বিজেপির একটি পার্টি অফিস ভেঙে ফেলার অভিযোগও উঠেছে। পাশাপাশি, জাতীয় সড়কের ধারে চাকমাঘাট বাজারে কৃষ্ণপুর মন্ডল কার্যালয়ে নিরাপত্তা জোরদার করতে মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী।

এদিকে, একাংশ স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগ, এই পরিস্থিতির পেছনে উস্কানিমূলক বক্তব্য দায়ী। তাঁদের দাবি, এলাকার বিধায়ক তথা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন সময়ে উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, যার প্রভাব এখন দেখা যাচ্ছে। যদিও তিপ্রা মথার শীর্ষ নেতৃত্ব, বিশেষ করে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন নির্বাচনোত্তর শান্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন, তবুও বাস্তবে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে এক ধরনের আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

তাছাড়া, মনু---বনকুলে দলীয় কার্যালয়ে আগুন দক্ষিণ ত্রিপুরার মনু—বনকুল এলাকাতেও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, তিপ্রা মথার সমর্থকরা চালিতা বনকুল ও আশপাশের এলাকায় অন্তত তিনটি দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালিয়েছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়েছে উত্তেজনা ও আতঙ্কের পরিবেশ। একাধিক ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 19-04-2026, 01:43

ক্রীড়াঙ্গন

ব্যাংককে ত্রিপুরার জয়জয়কার : বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে পদকের বন্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আয়োজিত 'ওয়ার্ল মাস্টার্স অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬'-এ সাফল্যের নতুন ইতিহাস লিখলেন ত্রিপুরার প্রবীণ অ্যাথলেটরা। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই ৫০০০ মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন আশিস কর। সেই ধারা বজায় রেখে প্রতিযোগিতার পরবর্তী ইভেন্টগুলোতেও একের পর এক পদক ছিনিয়ে আনলেন ত্রিপুরার কৃতি সন্তানরা। আজকের সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৬০ বছর উর্ধ বিভাগে হাইজাম্প ইভেন্টে ১.৫৫ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে সোনা জিতেছেন প্রিয়লাল সাহা। অন্যদিকে, ৫৫ বছর উর্ধ বিভাগে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে দুর্দান্ত লড়াই করে রুপো জয় করেছেন নারায়ণ ঘোষ। পদক জয়ের দৌড়ে পিছিয়ে নেই আশিস কর-ও; ৫০০০ মিটার হাঁটায় সোনা জেতার পর আজ ডিসকাস থ্রো ইভেন্টেও তিনি রুপোর পদক নিজের ঝুলিতে পুরেছেন। উল্লেখ্য, এই মেগা টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ত্রিপুরা থেকে প্রিয়লাল সাহা, আশিস কর, নারায়ণ ঘোষ এবং মালু মিয়ার এক প্রতিনিধি দল ব্যাংককে পাড়ি দিয়েছিল। এর আগে ফিলিপিন্স এবং নেপালে আন্তর্জাতিক স্তরে পদক জয়ের অভিজ্ঞতা থাকলেও, বিশ্বমঞ্চের এই সাফল্য তাঁদের অ্যাথলেটিক ক্যারিয়ারে এক অনন্য মাত্রা যোগ করলো। আগামী ২১ এপ্রিল পর্যন্ত চলা এই প্রতিযোগিতায় মালু মিয়াসহ অন্যান্য অ্যাথলেটদের কাছ থেকে আরও পদক আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রবীণ অ্যাথলেটদের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে খুশির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরার ক্রীড়ামহলে এবং তাঁদের এই জয় তরুণ প্রজন্মের খেলোয়াড়দের কাছে বড় অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠকদের মতে, ব্যাংককের ট্র্যাকে ত্রিপুরার এই জয়ধ্বজা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে সঠিক ইচ্ছেশক্তি থাকলে বয়স কোনো বাধা নয়। এখন নজর আগামী দিনগুলোর ইভেন্টের দিকে, যেখানে ত্রিপুরার ঝুলিতে আরও পদক আসার অপেক্ষায় রাজ্যবাসী।

খারাপ ব্যবহার, অশালীন মুখের ভাষা ! কোচের বিরুদ্ধে সাইয়ে অভিযোগ নীরজের, চিঠি লিখলেন প্যারালিম্পিক্সে সোনাজয়ীও

ভারতের অ্যাথলেটিক্স জগতে শুক্রবার আলোড়ন পড়ে গেল। এক কোচের বিরুদ্ধে খারাপ ব্যবহার, অশালীন ভাষা প্রয়োগের অভিযোগ করলেন নীরজ চোপড়া। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে (সাই) চিঠি লিখে অভিযোগ জানিয়েছেন। পাশে পেয়েছেন প্যারালিম্পিক্সে সোনাজয়ী খেলোয়াড় সুমিত আন্টিলকে। দু'জনেই জ্যাভলিনের সঙ্গে যুক্ত।

সাইয়ের কোচ নাভাল সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে। গত ১০ এপ্রিল চিঠি পাঠিয়েছেন নীরজ এবং সুমিত। নীরজ জানিয়েছেন, তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি খারাপ ভাষা প্রয়োগ করে আক্রমণ করেছেন ওই কোচ। অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

নীরজ লিখেছেন, "সতীর্থদের দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে আমি এই ব্যাপারে কঠোর শাস্তি দাবি করছি। একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে এই চিঠি লিখছি যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং সম্মান, শৃঙ্খলা এবং সমীহকে বরাবর গুরুত্ব দিয়েছে। নাভাল সিংহ যে সব কথা বলেছেন তা খুবই খারাপ এবং লজ্জাজনক।"নীরজ আরও লিখেছেন, "আমাকে, আমার পরিবার এবং সতীর্থদের উদ্দেশে খারাপ ভাষা বলা হয়েছে যা পেশাদার এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খুবই অশোভন। এত খারাপ ভাষা শুনে আমি অবাক এবং হতাশ হয়েছি। উচ্চপদে থাকা একজন ব্যক্তির থেকে এমন আচরণ অসহ্য এবং খেলাধুলোর জগতের সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে। সাইকে অনুরোধ, অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বুঝিয়ে দেওয়া হোক এমন কাজ করলে কী হতে পারে এবং ভবিষ্যতে এমন যাতে না হয়। আমাদের ক্রীড়াবিদেরা পেশাদারিত্ব এবং সম্মানের যোগ্য।" সুমিত জানিয়েছেন, নাভাল মত্ত হয়ে খারাপ ভাষায় রেকর্ডিং পাঠাতে ক্রীড়াবিদদের। অতীতেও অভিযোগ জানানো বয়েছে। কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই সরকারি ভাবে চিঠি লিখে আবার অভিযোগ জানাতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, নাভাল অতীতে দ্রোণাচার্য পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি এখন সচিন যাদবের কোচ।

দু'মাস দূরে বিশ্বকাপ, তার আগে প্রস্তুতিতে ধাক্কা হরমনপ্রীতদের, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে হার

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটে হেরে গেলেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। প্রথমে ব্যাট করে ভারতের মহিলারা করেন ৭ উইকেটে ১৫৭ রান। জবাবে ১৯.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৮ দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা দলের। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ল ভারত।

এক দিনের ক্রিকেটে বিশ্বজয়ীদের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে বেশ সাধারণ দেখাল। ভারতীয় দলের ব্যাটিং প্রত্যাশার মান ছুঁতে পারল না। রান পেলেন না স্মৃতি মান্ধানা। ওপেন করতে নেমে মন্ধানা করলেন ১৪ বলে ১৩ রান। অন্য ওপেনার শেফালি বর্মা করেন ২০ বলে ৩৪। ৫টি চার এবং ১টি ছয় মারেন। তিন নম্বরে নেমে জেমাইমা রদ্রিগেজের অবদান ২৯ বলে ৩৬। হরমনপ্রীতের ব্যাট থেকে এসেছে ৩৩ বলে ৪৭ রানের অপরাজিত ইনিংস। তিনি ৫টি চার এবং ১টি ছয় মেরেছেন। ভারতের আর কোনও ব্যাটার বলার মতো রান করতে পারেননি। ব্যর্থ রিচা ঘোষও (৫)। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে বেশ ভাল বল করলেন আয়াবঙ্গা খাকা। ১৬ রানে ৩ উইকেট নিলেন তিনি। ২৭ রানে ২ উইকেট টুমি সেখুখুনের। এ ছাড়া ৩০ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন ননকুলুলেকো এমলাবা।

জয়ের জন্য ১৫৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল করতে পারেনি প্রোটিয়ারাও। ওপেনার সান লুস (১৩) দ্রুত আউট হয়ে যান। রান পাননি তিন নম্বরে নামা তাজমিন ব্রিটসও (১০)। তবে ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন অধিনায়ক লরা উলভার্ট। ৩৯ বলে ৫১ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৮টি চার। তাঁর সঙ্গে প্রয়োজনীয় জুটি তৈরি করেন অ্যানেরি ডার্কসেন। তিনি ৩৪ বলে ৪৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৪টি চারের পাশাপাশি একটি ছক্কা এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন চোল ট্রায়ন (অপরাজিত ১৮)। ভারতের সফলতম বোলার শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ২৬ রানে ২ উইকেট নেন। ২৬ রানে ১ উইকেট শ্রী চরণীর। ২৮ রানে ১ উইকেট অরুন্ধতী রেড্ডির। আগামী ১২ জুন থেকে শুরু হবে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের প্রথম ম্যাচ ১৪ জুন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। দু'মাসের মতো বাকি রয়েছে বিশ্বকাপের। হরমনপ্রীতদের দক্ষিণ আফ্রিকার সফর মূলত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ। তাতে শুরুতেই ধাক্কা খেলেন এক দিনের বিশ্বজয়ীরা।

হেরেই চলেছেন, তবু দলের দুর্বলতা ঢাকতে ব্যস্ত রাহানে! 'শুধু ভাল দিকের কথাই বলব', জানালেন কেকেআর অধিনায়ক

হতাশ দেখাচ্ছে অজিঙ্ক রাহানেকে। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। ঠোঁটে মুচকি হাসি রয়েছে। কিন্তু সেই হাসি যে হতাশা ঢাকার জন্য তা যে কেউ বুঝতে পারবে। আইপিএলে প্রথম ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি হেরেছে কেকেআর। শুক্রবার গুজরাতের কাছেও হারতে হয়েছে। তার পরেও অধিনায়ক রাহানে দলের ভাল দিকটাই খুঁজছেন। দুর্বলতা ঢাকতে ব্যস্ত তিনি।

ম্যাচ শেষে রাহানে বললেন, "ম্যাচ হেরে সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ে কথা বলা কঠিন। তবে আমি শুধু ভাল দিকের কথাই বলব। শুরুতে তিন উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ক্যামেরন গ্রিন পাল্টা আক্রমণ করল। চাপের মধ্যে ওর ইনিংস অসাধারণ। ১৮০ রান বাঁচাতে দলের বোলারেরাও নিজেদের সবটা দিল। শেষ ওভার পর্যন্ত খেলা নিয়ে গেল। সেটাও কম কৃতিত্বের নয়। আমি শুধু ইতিবাচক দিকটা দেখছি।" গ্রিনের রানে ফেরা ছাড়া কেকেআরের ইতিবাচক দিক খুব একটা দেখা যায়নি। প্রচুর দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু সে সব নিয়ে মুখই খুললেন না রাহানে।

খেলা শেষ ওভারে গেলেও শুভমন গিলের ইনিংস তো অনেক আগেই খেলা কেকেআরের হাত থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছিল। যে পিচে রাহানেরা সমস্যায় পড়লেন, সেখানে আরাম করে ব্যাট করলেন শুভমন। তবে কি দ্বিতীয় ইনিংসে পিচ ব্যাট করার পক্ষে ভাল হয়ে গিয়েছিল। রাহানে বললেন, "শুভমন খুব ভাল ব্যাট করেছে। আমার মনে হয়েছে, লেংথ বল পিচে পড়ে একটু থমকাচ্ছিল। কিন্তু ব্যাটের কাছে বল ফেললে খুব ভাল ভাবে ব্যাটে আসছিল। তবে অজুহাত দিতে চাইছি না। পাওয়ার প্লে-তে আমাদের উইকেট দরকার ছিল। শুভমন ও সুদর্শন ভাল ব্যাট করল।"

এ দিনের ম্যাচে ভাল ব্যাট করলেও বল করেননি গ্রিন। তার কারণও জানিয়েছেন রাহানে। অধিনায়ক বলেন, "গ্রিনের পেশিতে একটু টান ধরেছিল। তাই ও বার বার ডাগআউটে ফিরছিল। সেই কারণেই এই ম্যাচে বল করেনি।"

পয়েন্ট তালিকায় সকলের শেষে কেকেআর। সেখান থেকে কি উপরে ওঠার আশা রয়েছে? রাহানে বললেন, "এক একটা মরসুম এ রকম হয়। আমরা তিনটে ম্যাচ কাছে গিয়ে হেরেছি। সেগুলো জিততেই পারতাম। আমার মতে, এই পরিস্থিতিতে খুব বেশি ভেবে লাভ নেই। আমরা মাঠে নামব। খেলা উপভোগ করার চেষ্টা করব। আমাদের হাতে যা রয়েছে সেটা করার চেষ্টা করব। দল হিসাবে ভাল ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করব। ইতিবাচক থেকে প্রথম বল থেকে আক্রমণের চেষ্টা করব।"

রাহানে তো এই কথাগুলি আগেও বলেছেন। কিন্তু মাঠে তা দেখা যাচ্ছে না। ম্যাচের পর ম্যাচে সেই এক ভুল। দেখে মনে হচ্ছে, ভয়ে ভয়ে খেলছেন। মাঝে এক দিনের বিরতি। রবিবার ঘরের মাঠে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে নামবেন রাহানেরা। সামনে থাকবে বৈভব সূর্যবংশী। সেই ম্যাচে কি জয়ে ফিরতে পারবে কেকেআর? রাহানেও হয়তো খুব একটা আশা করছেন না।

বিলোনিয়া আন্ত স্কুল ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ জয় আই সি নগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে আন্ত স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত ম্যাচে শনিবার মুখোমুখি হয় আইসি নগর ও দক্ষিণ সোনাইছড়ি। সীমিত ওভারের দুই দলের ম্যাচে দক্ষিণ সোনাইছড়িকে এদিন ৫ উইকেটে পরাজিত করে আইসি নগর। সকালে দক্ষিণ সোনাইছড়ি টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ২৭ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে ১১৫ রান। ওপেনিং ব্যাটসম্যান জয়দেব মজুমদারের ৩০ রানের সাহায্যেই ইনিংসে এই রান তুলে দক্ষিণ সোনাইছড়ি জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক দুটি উইকেট পেল শুভজিৎ রায়। জবাবে জয়ের জন্য ১১৬ রানের টার্গেট নিয়ে আই সি নগর ব্যাট করতে নেমে ১৭ ওভারে পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১১৯ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। প্রথম সারির ব্যাটসম্যান কিষান দাসের মারমুখী ৩৭ রানের সাহায্যে এদিন জয় পেল জয়ী দল।পরাজিত দলের বোলারদের মধ্যে আকবর হোসেন সর্বাধিক দুইটি উইকেট পেল ইনিংসে।

নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কায় আগেভাগেই টি-২০ থেকে 'বিশ্রামে' সলমন, কী যুক্তি দিলেন পাক তারকা?

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চরম ব্যর্থ। দল তো বটেই। সেই সঙ্গে অধিনায়ক সলমন আলি আঘার ব্যাটেও রানের দেখা নেই। তাঁকে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা জোরদার। এই পরিস্থিতি 'মাস্টারস্ট্রোক' সলমনের। সরিয়ে দেওয়ার আগে নিজেই টি-টোয়েন্টি থেকে 'বিশ্রাম' নিলেন। কারণ, এক বছর পর ওয়ানডে বিশ্বকাপে মন দিতে চান। ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায় ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সেটাতে এখন থেকেই মনোযোগ দিতে চান সলমন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, "বিশ্বকাপ অনেক দূরে। কিন্তু এখন থেকেই ওয়ার্কলোড নিয়ে ভাবতে চাই। যদি মনে হয়, বিশ্রাম নিলে আমি বিশ্বকাপ ও টেস্টের জন্য ভালো প্রস্তুতি নিতে পারব, তাহলে তাই করব।" টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৬ ম্যাচে মোট ৬০ রান করেছিলেন।

সমীরন চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-২০ লিগে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইতোমধ্যে দুটি গ্রুপের তিনটি দল মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। অবশিষ্ট পাঁচটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে লাইনআপে নাম লেখানোর বিষয়টা শুধু সময়ের অপেক্ষা। আজ, শনিবার কোনও ম্যাচ ছিল না। তবে, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ছয়টি ভাইটাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিন মাঠে দুই বেলায় ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে শতদল সংঘের বিরুদ্ধে। একই সময়ে এমবিবি স্টেডিয়ামে চলমান সংঘ এবং ইউনাইটেড বিএসটি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে কসমোপলিটন ক্লাব খেলবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব-এর বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় পোলস্টার ক্লাব ও সংহতি ক্লাব, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ও মৌচাক ক্লাব, টিআইটি গ্রাউন্ডে বনমালী পুর ক্রিকেট ক্লাব এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, গ্রুপে এ থেকে এখন পর্যন্ত ব্লাড মাউথ ক্লাব পরপর ৫টি এবং শতদল সংঘ টানা চারটি ম্যাচে জয়ী হয়ে মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। ওল্ড প্লে সেন্টার ও সংহতি ক্লাব ২টি করে ম্যাচে এবং বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ও পোলস্টার ক্লাব একটি করে ম্যাচ জিতে মূল পর্বের আশা জিইয়ে রেখেছে। গ্রুপ বি থেকে কসমোপলিটন ক্লাব চারটি ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব, হার্ভে ক্লাব ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব তিনটি করে ম্যাচ জিতে এবং চলমান সংঘ দুটি ম্যাচে জয়ী হয়ে শেষ আটের আশায় দিন গুনছে। উল্লেখ্য, ১৪ টি ক্লাব দলের মধ্যে সাতটি করে দল নিয়ে গঠিত দুটি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা চলবে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত। দুটি গ্রুপের সেরা চারটি করে দল নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হবে ২৩ ও ২৪ এপ্রিল। ২৬ এপ্রিল সেমিফাইনালের পর ২৮ এপ্রিল ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। দুটি গ্রুপ থেকে ইতোমধ্যে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, মৌচাক ক্লাব এবং ইউনাইটেড বিএসটি ক্রমান্বয়ে ম্যাচ হেরে গ্রুপ লিগ তালিকায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে।

নাগাড়ে হারছে দল, এবার নাইট শিবিরে লেগে গেল অশান্তিও ! ভাইরাল KKR কোচ-অধিনায়কের বাদানুবাদের ছবি

আমদাবাদ: দিন বদলায়, মাঠ বদলায়, খালি বদলায় না ভাগ্য। কলকাতা নাইট রাইডার্স যে কোনওভাবেই এ মরশুমে নিজেদের সেরাটা দিতে পারছে না। চলতি মরশুমে নিজেদের পঞ্চম ও নাগাড়ে সপ্তম ম্যাচ (সম্পূর্ণ হওয়া ম্যাচগুলি) হারল কেকেআর। গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে শেষ ওভার পর্যন্ত খেলা চললেও, পাঁচ উইকেটে হার হজম করতে হল নাইট বাহিনীকে। এরপরেই দলের কোচ অভিষেক নায়ার ও অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের মধ্যেকার কথোপকথনের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভাইরাল হয়েছে। এমনিতে দলের পরপর পরাজয়ের জেরে প্রবল চাপের মুখে রয়েছেন রাহানে। প্রতিনিয়ত তাঁর দিকে ঝড়ের গতিতে ধেয়ে আসছে সমালোচনা। উত্তর, উত্তর সেই সমালোচনা বাড়ছেই। রাহানের পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনার ঝড় আছড়ে পড়ছে নাইট কোচ অভিষেক নায়ারের উপরেরও। টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষে সম্ভবত সেই চাপ, হতাশারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ছবিতে নায়ার ও রাহানেকে বেশ উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলতে দেখা যাচ্ছে। নায়ারের চোখেমুখে বিরক্তিও ফুটে উঠছে। এই ছবি ভাইরাল হওয়ার পরেই অনেকেই কেকেআরের অন্দরমহলে মতবিরোধের আঁচ পাচ্ছেন।

ম্যাচের কথা বলতে গেলে এদিন ক্যামেরন গ্রিন কেকেআরের জার্সিতে প্রথমবার বাট হাতে জ্বলে উঠেন। নাইটদের হয়ে তাঁর প্রথম অর্ধশতরানে ভর করে কেকেআর ১৮০ রান তোলে। তবে গ্রিনের ৭৯ রানের ইনিংসও দলকে জয় এনে দিতে ব্যর্থ। গুজরাত টাইটান্স প্রাক্তন নাইট শুভমন গিলের দুরন্ত ৮৬ রানের ইনিংস ভর করে দুই বল বাকি থাকতেই পাঁচ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয়। ম্যাচের পর রাহানেকেও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বেশ উত্তেজিতই দেখায়। ম্যাচের সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সাফ বলে দিলেন, "একটা ম্যাচ হারার পর সঙ্গে সঙ্গে এসে কথা বলা সহজ নয়।" তিনি আরও যোগ করেন, আমি ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে ভাবতে চাই। যেভাবে শুরু করেছিলাম, দ্রুত তিন উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে কঠিন ছিল সময়। ক্যামেরন গ্রিনের ইনিংস অসাধারণ। ও চাপে ছিল। যেভাবে প্রতিআক্রমণ করল, দেখার মতো। তবে ১৪৭/৪ থেকে ১৮০ রানে আটকে যাওয়াটা ঠিক নয়। আমাদের বোলারদের কৃতিত্ব দেব। যেভাবে লড়াই করে ম্যাচটা শেষ ওভার পর্যন্ত টানল।"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

পশ্চিমবঙ্গে প্রার্থীর সমর্থনে শনিবার নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

ধর্মনগরে অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ এপ্রিল: ধর্মনগরে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার যুবককে আটক করেছে পুলিশ ও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে যৌথ অভিযানে তাকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, ৯৭ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ ও ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরের যৌথ অভিযানে ২০ বছর বয়সী মুন্না সরকার নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার বাবার নাম শ্যামল সরকার এবং বাড়ি বাংলাদেশের কালিতলা এলাকায়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মুন্না জানায়, সে বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে প্রথমে আগরতলা আসে এবং সেখান থেকে ধর্মনগর রেলস্টেশনে পৌঁছায়। তার উদ্দেশ্য ছিল গৌহাটি যাওয়ার। তার কাছ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা গেছে, ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশের জন্য সে এক দালালকে ১০ হাজার টাকা দেয়। সে দাবি করেছে, যে পথ দিয়ে সে ভারতে প্রবেশ করে সেখানে কোনো সীমান্তরক্ষী উপস্থিত ছিল না এবং কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়েই সে দেশে ঢুকে পড়ে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও বিএসএফ।

ডাক্তার দেখাতে গিয়ে ফুরুৎ গৃহবধূ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ এপ্রিলঃ ডাক্তার দেখানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন এক গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নিখোঁজ গৃহবধূর নাম বিউটি দত্ত। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৯টা নাগাদ তিনি ডাক্তার দেখানোর উদ্দেশ্যে ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল-এ যান। কিন্তু দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি।

ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজনসহ সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন। তবে কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিখোঁজ হওয়ার সময় তাঁর কাছে কোনও মোবাইল ফোন ছিল না, ফলে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

জানা গেছে, প্রায় পাঁচ বছর আগে বিউটি দত্তের সঙ্গে মানষ দত্তের বিবাহ হয়। তাঁর বাপের বাড়ি ফটিকরায় থানার অন্তর্গত এলাকায়। স্বামী কাজের সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে দিল্লিতে থাকেন।

শনিবার দুপুরে গৃহবধূর বাবা ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা কৈলাসহর মহিলা থানা-য় উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন। দ্রুত তাকে খুঁজে বের করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

এদিকে, মাকে না পেয়ে চার বছরের শিশুকন্যা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ নিখোঁজ ডায়েরির ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে এবং গৃহবধূর সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে।

সরকার গঠনের দাবিতে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রদ্যোতের নেতৃত্বে মথার প্রতিনিধি

পদত্যাগ সিইএম

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল: পাহাড়ে পুনরায় সরকার গঠনের লক্ষ্যে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। ওই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক বৃষকেতু দেববর্মা, রুনিয়েল দেববর্মা, সি.কে. জমাতিয়া এবং পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া।

প্রসঙ্গত, বর্তমান এডিসি পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আজই রাজ্যপালের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বলেন, এই জয় সম্পূর্ণভাবে জনগণের জয়। কে কী বলছে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয় জনগণ তাদের রায় দিয়েছে, সেটাই বড় কথা। তিনি আরও জানান, তিপ্রাসাদের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না।

প্রদ্যোত বলেন, আগের তুলনায় তিনগুণ বেশি কাজ করবো তিপ্রাসাদের জন্য। আমাদের উপর মানুষের যে আস্থা রয়েছে, তা আমরা রক্ষা করবো। কখনও গদ্দারি করবো না।

এদিন তিনি আরও বলেন, বিজেপির মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ভালো, তবে এক-দু'জন মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। তার দাবি, যারা ২০১৮ সালের পর সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন, তাদের একাংশই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। আশা করি এডিসি নির্বাচনের ফলাফল দেখে মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন।কোনো রাজনৈতিক দলে ফাটল ধরানো ভালো রাজনীতির উদ্দেশ্য হতে পারে না। জনগণের ভূমিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ সব বোঝে। তাদের কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তারা অত্যন্ত সচেতন ও বুদ্ধিমান।

ট্রান্স এক্ট ২০২৬'-এর বিরোধিতায় পথে নামল ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল: সম্প্রতি সংসদে পাস হওয়া ট্রান্সজেন্ডার সংক্রান্ত বিলের প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করলেন ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের সদস্যরা। আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে থেকে ওই মিছিল শুরু হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রস্তাবিত এই আইন ট্রান্সজেন্ডারদের মৌলিক অধিকার খর্ব করবে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে আরও অনিশ্চিত করে তুলবে। তাদের দাবি, আইনটি প্রণয়নের আগে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মতামত যথাযথভাবে নেওয়া হয়নি।

তিনি আরও বলেন, এই আইন আমাদের স্বীকৃতি নয়, বরং আমাদের অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা এই আইন মানি না এবং অবিলম্বে এটি প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

এডিসি নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনায় বৈঠকে প্রদ্যোত

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল : এডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পর্যালোচনা বৈঠকে বসলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। আজ অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নবনির্বাচিত এমডিসিরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যোত বলেন, এই বৈঠকে নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। একই সঙ্গে তিনি আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন।

তাঁ কথায়, এই জয় গোটা তিপ্রাসাদের। তাই তাঁদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আগামী দিনে লড়াই জারি থাকবে।

খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে খাদ্য দপ্তরের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল: খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকার মানুষের সেবায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে সর্বদা বণ্টন করা যায় সে বিষয়ে সব সময় সতর্ক রয়েছে। জনগণকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য সরকার দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের সহযোগিতায় রাজ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে। দপ্তরের কাজকর্মকে সদা স্বচ্ছ রাখতে এবং তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার সবসময় সতর্ক রয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও

মঙ্গলখালি হত্যাকাণ্ডে বাকি দুই আসামি গ্রেপ্তার, পুলিশের জালে পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ এপ্রিল: প্রায় দেড় মাস আগে ঈদের দিন মঙ্গলখালিতে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বড় সাফল্য পেল পুলিশ। মামলার বাকি দুই আসামিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে এই মামলায় অভিযুক্ত পাঁচজনই এখন পুলিশের জালে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। এমনকি রাস্তা অবরোধ এবং আসামিদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও সামনে আসে। পরে ধর্মনগর থানায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এর আগে মূল পাঁচ আসামির মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছিল। তারা বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে। এদিকে শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বাকি দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করে ধর্মনগর থানার পুলিশ। পানিসাগর মহকুমার পদ্মবিল এলাকা থেকে আক্রাম আলি এবং জুবেল আহমেদ (আসল নাম আব্দুল নুর)কে আটক করা হয়। ধর্মনগর থানার ওসি মিনা দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল এই অভিযান চালায়।

পুলিশের এই পদক্ষেপে তদন্তে গতি এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকেই পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিয়ে সকল অভিযুক্তকে আইনের আওতায় আনার কথা জানিয়েছিল।

পাঁচজন আসামিই গ্রেপ্তার হওয়ায় নিহতের পরিবার কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। তবে তদন্ত এখনও চলছে এবং ধৃতদের শীঘ্রই আদালতে তোলা হবে। স্থানীয়দের আশা, এই ঘটনার যথাযথ বিচার হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রবাসের উপার্জিত টাকা ফেরত চাইতেই অশান্তি, স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার অভিযোগ

আগরতলা। ১৮ এপ্রিল: প্রবাসে কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জিত টাকা শ্বশুরবাড়ির অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছিলেন এক যুবক। কিন্তু দেশে ফিরে সেই টাকা ফেরত চাইতেই শুরু হয় পারিবারিক অশান্তি। এমনই এক অভিযোগ সামনে এসেছে সোনামুড়া থানার কমলনগর এলাকা থেকে।

অভিযোগ, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার আশায় বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন সোনামুড়ার এক যুবক। প্রবাসে কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জিত অর্থের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা তিনি স্ত্রী এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের অ্যাকাউন্টে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা এবং পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরে নিজের উপার্জিত সেই টাকা ফেরত চাইলে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয় বলে অভিযোগ। যুবকের দাবি, টাকা ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়।

তনি আরও অভিযোগ করেন, বিষয়টি নিয়ে কোনো ধরনের সামাজিক বিচার বা পারিবারিক আলোচনার সুযোগ না দিয়েই তার স্ত্রী সোনামুড়া থানায় সরাসরি তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। তবে এই ঘটনায় উভয় পক্ষের বক্তব্য এখনও বিস্তারিতভাবে সামনে আসেনি। ঘটনার জেরে এলাকায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রবাসে উপার্জিত অর্থ নিয়ে পারিবারিক বিরোধের এই ঘটনা এখন স্থানীয় মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাম্পিসিয়াস ক্লেইম দ্রুত নিষ্পত্তিতে শ্রেষ্ঠ ছোট রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেল ত্রিপুরা

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল: রাজ্যের জন্য এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে, স্টেট হেলথ এজেন্সি, ত্রিপুরা- আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ''সাম্পিসিয়াস ক্লেইম দ্রুত নিষ্পত্তি" (সর্বোত্তম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম) বিভাগে শ্রেষ্ঠ ছোট রাজ্য হিসেবে পুরস্কার অর্জন করেছে।

এই পুরস্কারটি ১৭-১৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মহারাষ্ট্রের পুনেতে অনুষ্ঠিত চিন্তন শিবিরে প্রদান করা হয়, যেখানে ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির শীর্ষ আধিকারিক এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এই স্বীকৃতি সাম্পিসিয়াস ক্লেইম দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অসাধারণ সাফল্যকে তুলে ধরে, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আরও সুদৃঢ় করেছে।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং ক্লেইম নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে আরও সুসংহত করার ক্ষেত্রে রাজ্যের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এই সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এই সম্মাননা আবারও প্রমাণ করে যে, সাম্পিসিয়াস ক্লেইম দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

স্টেট হেলথ এজেন্সির নিবেদিত প্রচেষ্টা, রাজ্য ও জেলা স্তরে দৃঢ় কর্মসম্পাদন এবং সকল স্টেকহোল্ডারের সমন্বিত উদ্যোগ এই মাইলফলক অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এই পুরস্কারটি বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের অধীনে সকলের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরার অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের মান উন্নত করার প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে। আগামী দিনে রাজ্য এই সাফল্যের ভিত্তিতে আরও দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং সুবিধাভোগীদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। ত্রিপুরা হেলথ প্রোটেকশন সোসাইটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা, গুরুতর আহত বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ এপ্রিলঃ উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার আনন্দবাজার এলাকায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হলেন এক বৃদ্ধ। শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ তিলথৈ রোডে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তির নাম বাবুল দেবনাথ (৬৭), তিনি রাজনগর কলোনির বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই সময় তিলথৈ রোডে পূর্ববর্তী একটি দুর্ঘটনার তদন্তে ব্যস্ত ছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। সেই কারণে পুলিশের গাড়িটি রাস্তার এক পাশে আলোবিহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক সেই সময় আনন্দবাজার দিক থেকে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন বাবুল দেবনাথ। পর্যাপ্ত আলো না থাকায় তিনি দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটি দেখতে না পেয়ে সজোরে ধাক্কা মারেন।

ধাক্কার ফলে তিনি ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান এবং ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা ধর্মনগর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত বৃদ্ধকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর মাথায় গভীর আঘাত রয়েছে।

এদিকে, দুর্ঘটনার খবর সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। সেই সময় পুলিশের গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সঙ্গে রূঢ় ও অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

পুলিশের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক সাধারণ নাগরিক গুরুতর আহত হওয়ার পর চালকের এমন আচরণকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

রাজ্যেই উন্নত চোখের চিকিৎসা, আইজিএম হাসপাতালে সফল জটিল অপারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিলঃ চোখের জটিল চিকিৎসার জন্য আর বাইরে রাজ্যে ছুটে যেতে হচ্ছে না রোগীদের। আগরতলার আইজিএম হাসপাতাল-এ এখন অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনায় বড় বড় চক্ষু অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরার পালটানা এলাকার বাসিন্দা স্বদেশ নমঃর ৬ বছরের কন্যা যোস্মিতা নমঃ জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন ছিল। চিকিৎসকদের পরীক্ষায় জানা যায়, তার দুটি চোখেই ক্যাটারাক্ট (ছানি) রয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় শিশুটিকে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ রবীন্দ্র দাস শিশুটির দুটি চোখে জটিল অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করেন। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ রয়েছে এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে।

চিকিৎসক জানান, এখন আইজিএম হাসপাতালে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন জটিল চোখের অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যের রোগীদের আর বহিরাজ্যে গিয়ে চিকিৎসা করানোর প্রয়োজন কমে এসেছে। এই সাফল্য রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ড্রেন পরিষ্কারে ২০ দিনেও শেষ নেই আবর্জনা, সচেতনতার অভাবেই সমস্যা বাড়ছে

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল: প্যারাডাইস চৌমুহনিতে গত প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন ধরে ড্রেন পরিষ্কারের কাজ চলছে। কিন্তু এতদিন পরেও ড্রেনের জমে থাকা আবর্জনা পুরোপুরি সরানো সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন পুর নিগমের সাফাই কর্মীরা।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ড্রেনগুলিতে প্লাস্টিক, পচনশীল বর্জ্য ও নানান আবর্জনা জমে থাকায় জলনিকাশী ব্যবস্থায় মারাত্মক সমস্যা তৈরি হয়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। সাফাই কর্মীদের অভিযোগ, নিয়মিত পরিষ্কার করা সত্ত্বেও শহরবাসীর অসচেতনতার কারণেই এই সমস্যা বারবার ফিরে আসছে। অনেকেই ডাস্টবিন ব্যবহার না করে সরাসরি ড্রেনে আবর্জনা ফেলছেন, যার ফলে ড্রেন দ্রুত ভরে যাচ্ছে।

এক সাফাই কর্মী বলেন, আমরা টানা কয়েকদিন ধরে কাজ করছি, কিন্তু যতই পরিষ্কার করা হোক, শহরবাসী সচেতন না হলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

'লাভ জিহাদ' ইস্যুতে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি, জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-বজরং দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিলঃ 'লাভ জিহাদ' সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পাঠানোর দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল। শনিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার উদ্যোগে সংগঠনের সদস্যরা জেলাশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে এই ডেপুটেশন জমা দেন। তাঁদের দাবি, 'লাভ জিহাদ' সংক্রান্ত ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, শুধু পশ্চিম ত্রিপুরাই নয়, সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলাশাসকের কাছেই একই দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে। এই ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে জনমত গড়ে তোলারও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তাঁরা। ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে কিছুটা তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। তবে এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বজ্রাঘাতে কৃষকের মৃত্যু, গুরুতর আহত আরও এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিলঃ ধলাই জেলার কমলপুর থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মলয়া গ্রামে বজ্রাঘাতে এক কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। শনিবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে।

মৃত ব্যক্তির নাম আব্দুল সামাদ (৫০)। আহত হয়েছেন আব্দুল কুদ্দুস (৫৫), তিনিও পেশায় কৃষক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও তারা সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে নিজেদের জমিতে কৃষিকাজ করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে আকাশ কালো হয়ে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে তারা একটি গাছের নিচে আশ্রয় নেন। সেই সময় আচমকা বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই আব্দুল সামাদের মৃত্যু হয় এবং গুরুতরভাবে আহত হন আব্দুল কুদ্দুস। পরবর্তীতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের সহযোগিতায় তাদের উদ্ধার করে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতাল-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল সামাদকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত আব্দুল কুদ্দুসের চিকিৎসা বর্তমানে ওই হাসপাতালেই চলছে।এই মর্মান্তিক ঘটনায় মলয়া গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এলপিজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল: রান্নার গ্যাস ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সম্প্রতি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের সভাপতিত্বে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সভায় রান্নার গ্যাস ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং এবিষয়ে কঠোর নজরদারি রাখতে জেলাশাসক সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ জানান, জেলায় এলপিজি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের যোগান স্বাভাবিক রয়েছে। মজুতদারি বা কালোবাজারীর কোন ঘটনা ঘটেনি।

পানীয় জলের তীব্র সংকট, পথ অবরোধে প্রমিলা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিলঃ পানীয় জলের চরম সংকটকে কেন্দ্র করে শনিবার তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকার গোলাবাড়িতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মহিলারা। ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় নিয়মিত পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। গৃহস্থালি কাজ থেকে শুরু করে পানীয় জলের জোগানসব ক্ষেত্রেই নিত্যদিনের জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, একাধিকবার পঞ্চায়েত, জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে সমস্যার কথা জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

প্রশাসনের এই উদাসীনতার প্রতিবাদেই এদিন রাস্তায় নেমে অবরোধে সামিল হন স্থানীয় প্রমিলা বাহিনী।

অবরোধের জেরে এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং সাধারণ মানুষকেও ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। তাঁরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলে পরে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। তবে এলাকাবাসীর হুঁশিয়ারি, দ্রুত স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন তারা।

উল্লেখ্য, এই এলাকা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা-এর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas